রাঁচি, সোমবার
10:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>266 >>24 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬৬ >> << ২৪শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

স্নেক দ্বীপে ভাষণ দিয়ে রুশ আগ্রাসনের ৫০০তম দিবস পালন করলেন জেলেনস্কি

স্নেক দ্বীপ ঃ ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের ৫০০ তম দিনে, শনিবার সকালের ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সেনাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন,আমাদের প্রতিটি সৈন্যআমাদের সশস্ত্র বাহিনী, আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ, জাতীয় রক্ষী, আমাদের সীমান্তরক্ষী, ইউক্রেনের নিরাপত্তা বিভাগ, জাতীয় পুলিশ, আমাদের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা, আমাদের জনগণআমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ইউক্রেনের জন্য যারা লড়াই করছে, তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমরা অবশ্যই জয়ী হবো। জেলেনস্কি এই ভাষণ দেন স্নেক দ্বীপে। রাশিয়ার আগ্রাসনের শুরুর দিকে, কৃষ্ণসাগরীয় এই দ্বীপের প্রতিরক্ষায় থাকা সেনারা, রুশ বাহিনীকে মোক্ষম জবাব দিয়েছিলো,যাতে তারা অত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। রাশিয়া শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপ দখল করে নিলেও, ইউক্রেন তা পুনরুদ্ধার করে। যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে, ইউক্রেনকে তারা প্রচুর গোলাবারুদ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। আর নেটোর নেতা জানিয়েছেন, ইউক্রেনকে কী করে আরো তাড়াতাড়ি জোটে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে এই সামরিক জোট আগামী সপ্তাহে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবে।

বাজার দর
SENSEX : 65280.45 -505.19
NIFTY : 19331.80 -165.50

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.09 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 'আন্তরিক ও গঠনমূলক' বৈঠক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি

বেইজিং ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন শুক্রবার বেইজিং'এ চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং'এর সাথে আন্তরিক ও গঠনমূলক বৈঠক করেছেন। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট'এর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইয়েলেন চীনের সাথে সুস্থ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করেন যা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসহ দুই দেশের জন্য লাভজনক হবে। তিনি স্বল্প উপার্জনের জন্য ঋণ জর্জরিত দেশ, উদীয়মান অর্থনীতির দেশ, জলবায়ু অর্থায়ন, বৈশ্বিক সামষ্টিক অর্থনীতি ও বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে, ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দেশটির প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অর্থনৈতিক স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আর, চীনের অগ্রগতি, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ নয় বরং একটি সুযোগ। বেইজিং বলেছে, বৈঠকে ইয়েলেন জানিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আলাদা হতে চায় না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চায় না। আর, চীনের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকেও বাধাগ্রস্থ করার কনো অভিপ্রায় নেই তাদের। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে,চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের উচিত সমন্বয় ও সহযোগিতা দৃঢ় করা অভিন্ন উন্নয়ন ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য হাত মেলানো। উভয়পক্ষই ইয়েলেনের এই সফরকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে। তবে, এসময় আরো উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের বিষয়ে কোনো পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়নি। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যাঁ পিয়েরে শুক্রবার বলেন,চীন বিশ্বমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব হতে চলেছে এবং তাদের এই প্রবনতা অব্যহত থাকবে। তিনি আরো বলেন, তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজন তীব্র কূটনীতি। ইয়েলেন বৃহস্পতিবার বেইজিং'এ পৌঁছান। তিনি টুইট করেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নানা বিষয়ে আমাদের দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগকে গভীর করার জন্য তার প্রশাসনকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং আমার সফরে আমি তাই করতে আগ্রহী।

যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোনকে সিরিয়ার আকাশে ২৪ ঘন্টায় দ্বিতীয় বার হয়রানি করেছে রুশ বিমান

নিউ ইয়র্ক ঃ বিমান বাহিনী বলেছে, বৃহস্পতিবার আবার সিরিয়ার আকাশে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি ড্রোনের বিপদজনভাবে কাছাকাছি দূরত্ব দিয়ে উড়ে গেছে কয়েকটি রুশ জঙ্গি বিমান। এ সময় রুশ জঙ্গি বিমানগুলো আগুনের শিখা ছড়িয়ে দেয় এবং এমকিউ৯ ডোনগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল নিতে বাধ্য করে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে রাশিয়া সেখানে ২৪ ঘন্টায় দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোনগুলোকে হয়রানি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড প্রধান, লিউটেনান্ট জেনারেল অ্যালেক্স গ্রিনকেভিচ এক বিবৃতিতে বলেন,সিরিয়ায় রুশ বাহিনীকে আমরা এমন বেপরোয়া আচরণ বন্ধ করতে অনুরোধ করছি। পেশাদার বিমান বাহিনীর কাছে প্রত্যাশিত আদর্শ আচরণ মেনে চলতে অনুরোধ করছি যাতে আইএসআইএসকে পরাস্ত করতে আমরা আবার মনোনিবেশ করতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বিমান বাহিনী বুধবার ও বৃহস্পতিবারের দুটি পৃথক ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করেছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে বুধবার

স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৪০ নাগাদ, উত্তরপশ্চিম সিরিয়াতে। এতে দেখা যায় রুশ এসইউ৩৫ জঙ্গি বিমানগুলো একটি রিপার ড্রোনের খুব কাছে চলে আসে এবং একজন রুশ বিমানচালক তার বিমানকে ড্রোনের সামনে নিয়ে আসেন। তিনি এসইউ-৩৫-এর আফটার বার্নার (শিখা উদগীরক) প্রয়োগ করেন ফলে ব্যাপকভাবে বিমানের গতি বেড়ে যায় ও বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায়। অ্যালেক্স গ্রিনকেভিচ বলেন, আফটার বার্নার ব্যবহারের কারণে যে বিস্ফোরণ ঘটে, এতে রিপারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষতি হতে পারতো। আর এর ফলে, আকাশযানের নিরাপদ পরিচালনার জন্য ড্রোন অপারেটরের ক্ষমতা হ্রাস করে। পরে কথিত প্যারাশুট থেকে আগুনের শিখা ড্রোনের পথে চলে আসে ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ, উত্তরপশ্চিম সিরিয়াতেই। গ্রিনকেভিচ বলেন,ড্রোনের সামনে রুশ বিমান অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দেয় এবং বিপদজনক দূরত্ব দিয়ে উড়ে যায়।এতে, সেখানে বিদ্যমান সব আকাশযানের নিরাপত্তাকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে।

এই সব ড্রোনে কোনো অস্ত্র ছিলো না। এগুলি সাধারণত সামরিক পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভিলনিয়াস শীর্ষ সম্মেলনের আগে ইউক্রেনের নেটোতে যোগদানের বিষয়ে সরব হবেন না বাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ ইউক্রেনকে নেটো জোটে যুক্ত করতে দ্রুত পথ করে দেয়ার বিষয়ে, নেটো মিত্রদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখনো ততটা সবর নন। আগামী সপ্তাহে লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসে নেটো শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে পূর্বাঞ্চলীয় সদস্যদের সাথে এ বিষয়ে তীব্র বিতর্ক হতে পারে। এই সদস্য দেশগুলো, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ হলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনকে জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। বাইডেন প্রকাশ্যে বলেছেন, নেটোর সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ইউক্রেনকে আরো কিছু সংস্কার করতে হবে।গত জুনে তিনি বলেছেন, কিয়েভের জন্য তিনি বিষয়টা সহজ করতে যাচ্ছেন না। তবে, তার সহযোগীরা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বাইডেন বিশ্বাস করেন, কিয়েভকে দ্রুত সদস্যপদ দেয়ার অর্থ হলো, পরমাণু শক্তিধর রাশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখার বদলে সংঘাতে আহ্বান করা। শুক্রবার হোয়াইট হাউজে সংবাদ সম্মেলনে ভিওএর প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান বলেন,আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে চাইছি না। বাইডেনের এই অনীহা কিছু পর্যবেক্ষককে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। আটলান্টিক কাউন্সিলেরম ইউরেশিয়া সেন্টারের জেষ্ঠ্য পরিচালক ও ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত জন হার্বস্ট এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্যোগ না নেয়ার জন্য প্রশাসনের সমালোচনা করেন। ভিওএকে হার্বস্ট বলেন,এটা একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। তিনি বলেন, ইউক্রেন পরাজিত হবে না, এটা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে অবশ্যই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সংকট থেকে সাফল্যের সঙ্গে ইউক্রেনের বের হয়ে আসার বিষয়ে কেন তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো, নেটো জোটের রাশিয়ার সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ারা আশঙ্কা। নেটোর স্তম্ভ হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের বহু সংখ্যক সৈন্য পাঠানো উচিত। কিন্তু বাইডেন বারবার অঙ্গিকার করেছেন যে তিনি তা করবেন না।

টমেটোর দাম আকাশছোঁয়া, উত্তরাখন্ডে দাম ২৫০ টাকা কেজি

উত্তরাখণ্ড ঃ ভারতবর্ষে টমেটোর দাম হয়ে গেছে আকাশছোঁয়া। এদিকে অনেক ভারতীয় রান্নাতেই টমেটো জরুরি। কিন্তু এখন যা অবস্থা টমেটো ছাড়াই রান্না হচ্ছে অনেক বাড়িতে। মধ্যবিত্তদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এই সবজি। দেশের নানা প্রান্তেই একই অবস্থা। কোথাও টমেটোর দাম কেজি প্রতি একশ হয়ে গেছে, কোথাও আবার ১৫০-২০০ টাকা। কিন্তু সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে গেছে উত্তরাখণ্ড। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে টমেটোর দাম কিলো প্রতি ২৫০ টাকা ছুঁয়েছে। অবস্থা এমনই, পেট্রল-ডিজেলের থেকেও দাম বেশি এই সবজির। সারা বছর যে সবজি ভারতে ৫০-৬০ টাকা কিলোয় পাওয়া যেত, এখন সেটাই ২০০-২৫০ টাকা। উত্তরাখণ্ডের জেলায় জেলায় টমেটোর দাম শুনে আঁতকে উঠছেন আম জনতা। যেমন এই রাজ্যে গঙ্গোত্রী ধামে টমেটো বিকোচ্ছে ২৫০ টাকা কেজি দরে, আবার উত্তরকাশী জেলায় টমেটোর দাম ১৮০-২০০ টাকা। যার ফলে গত কয়েকদিন ধরে বিক্রি কার্যত শূন্যে এসে নেমেছে। এই রাজ্যে সবজি ব্যবসায়ীদের দাবি, তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে ক্ষতি হয়েছে টমেটো চাষের। খেতেই নষ্ট হয়ে গেছে ফলন। তাপপ্রবাহ কাটতে না কাটতেই ভারী বর্ষণের সম্মুখীন হয়েছে। দুইয়ের চাপে মার খাচ্ছে উৎপাদন। বাজারে বাজারে যোগান কম টমেটোর, তাই হুহু করে দাম বাড়ছে।

মহারাষ্ট্রের নাসিক হল, টমেটো উৎপাদনে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থান। তবে এখানে এবছর হানা দিয়েছে সাদা মাছি। যা চাষের মারাত্মক ক্ষতি করছে। যার ফলে মহারাষ্ট্র, ছত্তীসগড়, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরাখণ্ড, কর্নাটক, তামিলনাড়ু সহ বিভিন্ন রাজ্যে টমেটোর দাম আকাশছোঁয়া।

শুধু টমেটো নয়, অন্যান্য সবজির দামও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের লাগামছাড়া সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বাজারে হানা দিচ্ছে টাস্ক ফোর্স। তেমনই খোলা হয়েছে সরকারি সবজির আউটলেটে সুফল বাজার।

ইলিশ এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ইলিশ ভালো মিলছে বলে মনে করছেন জেলেরা

পশ্চিমবঙ্গে ইলিশ ধরা পড়ছে এবার বেশি

কলকাতা ঃ দুই মাস বন্ধ থাকার পর ১৫ জুন ইলিশ ধরার ওপর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়েছে। ওই দিন গভীর রাতেই পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকার অন্তত আড়াইহাজার ট্রলারে করে জেলেরা ইলিশ ধরতে সমুদ্রে পাড়ি জমান। ট্রলারগুলো ফিরে আসার পর দেখা গেছে, এবার ইলিশ ধরার হার আগের বছরগুলোর চেয়ে বেশি। এতে জেলেদের মুখে হাসি ফুটেছে।

গত চার দিনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন এলাকার কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর, বকখালি, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হারবার এলাকার মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়ছে ইলিশ। আর তা বিক্রিও হচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্র পাইকারি বাজারে। তারপর সেখান থেকে চলে যাচ্ছে কলকাতা, হাওড়ার পাইকারি বাজারে।

সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র প্রথম আলোকে বলেছেন, 'আমরা আশা করছি, এবার আমাদের ইলিশের খরা কাটিয়ে প্রচুর ইলিশ ধরতে পারব।'

পরপর চার বছর এই সমুদ্রে জেলেরা ইলিশ না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। সতীনাথ পাত্র বলেছেন, গতকাল শনিবার ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্র পাইকারি বাজারে ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম ওজনের প্রতি কেজি ইলিশ বিক্রি হয়েছে ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকাতে। আর ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রামের ইলিশ বিক্রি হয়েছে ৮০০ থেকে ৯০০ টাকাতে। তবে এক কেজি ওজনের ইলিশ কিনতে হয়েছে দেড় হাজার টাকাতে। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ইলিশ ভালো মিলছে বলে মনে করছেন জেলেরা।ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্য আড়তের ইলিশ ব্যবসায়ী বাবলু সরদার বলেছেন, 'আমরা অপেক্ষা করছি আরও বেশি পরিমাণ ইলিশ ধরার জন্য। আমরা আশা করছি, এবার আমাদের জালে প্রচুর ইলিশ উঠবে।' আর কলকাতার ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতুল দাস আজ রোববার সকালে বলেছেন, 'সাধারণত শ্রাবণ মাসেই বেশি ইলিশ ধরা পড়ে। কিন্তু এবার আষাঢ় মাসে ইলিশ ধরা পড়ায় আমরা দারুণ আশাবাদী। সত্যিই হয়তো এবার আমাদের ইলিশের খরা কেটে যাওয়ার পথ খুলে যাবে।' কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতি বলেছেন, এই রাজ্যের ইলিশ ধরার কাজে নিয়োজিত রয়েছে ১১ হাজার মাছের ট্রলার। এ বছর ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল ১৫ এপ্রিল থেকে। রাজ্যের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন এলাকার সমুদ্র উপকূলের কয়েক শ জেলেও ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে নেমেছেন ইলিশ ধরতে।

নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় রাতভর গুলি বোমার লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর

মালদা ঃ নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় রাতভর গুলি বোমার লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরপুর। গতকাল ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই এলাকার কংগ্রেস সমর্থক এবং তৃণমূল সমর্থকরা একের ওপর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বলে খবর। বোমাবাজি এবং গুলির লড়াই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দুপক্ষের ১০ থেকে ১৫ জন বোমাবাজিতে আহত হয়। এদেরকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরমধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। ঘটনার পর থেকেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এলাকায় টহল দাড়ি দিচ্ছে। দুপক্ষ থেকে অভিযোগ দেয়ার করা হয়েছে ঘটনার অভিযোগ পেয়ে তদন্ত নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ

ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মদিন ও ৬১ তম মৃত্যুদিন পালন করলো পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ বাংলার রুপকার ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মদিন ও ৬১ তম মৃত্যুদিন যথাযথ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন শিলিগুড়ি পুরনিগম। বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মদিন ও ৬১ তম মৃত্যু দিন।এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে শিলিগুড়ি পুরনিগম পালন করলেন।মেয়র গৌতম দেব প্রথমে ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের করেন।এরপর একে একে পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী,মেয়র পারিষদ সোবা সুব্বা, ২ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান মহঃ আলম খান ও পুরকর্মীরা ডা.বিধান চন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ফুলবাড়ী পানীয় জল প্রকল্প সেন্টারে শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্লোরিন গ্যাস লিক হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ী পানীয় জল প্রকল্প সেন্টারে শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্লোরিন গ্যাস লিক হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থেকে দমকলের একটি টিম ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। পরে সেই ফাটল মেরামত করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গিয়েছে পানীয় জলে ক্লোরিন গ্যাস মিশ্রণ করা হয়। সেখানে মোট ছয়টি সিলিন্ডার রয়েছে তার মধ্যে এদিন একটি সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বেরতে থাকে। সেই সময় সেখানকার কর্মীরা দ্রুত বেরিয়ে এসে খবর দেয় দমকলে। দমকলের কর্মীরা মাক্স পড়ে ক্লোরিন চেম্বারের ফাটল মেরামত করে। পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় কেউ হতাহত বা অসুস্থ হয়নি। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। কীভাবে এই ফাটল ধরল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাটি এদিন সন্ধ্যায় হয়।

প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন

মালদা ঃপ্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন।শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মালদা শহরের মনস্কামনা রোড এলাকায় ডা.বিধান চন্দ্র রায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।মাল্য দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ২০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর চৈতালি ঘোষ সরকার, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি ডা.তাপস চক্রবর্তী, সম্পাদক ডা.পীযূষ কান্তি মন্ডল সহ অন্যান্য চিকিৎসক ও পৌর আধিকারিকরা।আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের পর বৃক্ষরোপণ, স্মৃতিচারণ সহ জেলা জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মালদা জেলা শাখা।ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যু দিবস পালন করা হয় ইংরেজবাজার পৌরসভা ও ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে।

জলপাইগুড়ি সোনাউল্লা বিদ্যালয় চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং কাউন্সিলর

জলপাইগুড়ি– বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের ফ্যান সহ বেশ কিছু সামগ্রী চুড়ি এবং নষ্ট করল চোরের দল বলে অভিযোগ।বিদ্যালয়ে প্রায়সই চুরির ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য তৈরী হয়েছে শহর জলপাইগুড়ি তে। শনিবার সকালেই সোনাউললা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা এসে দেখেন বিদ্যালয়ের কয়েক টি সেলিং ফ্যান ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চুরি হয়েছে। এরপর তারা দেখেন জানালা ভেঙে হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফ্যান চুরি করে নিয়ে সেটিকে ছাত্র দের খাবার মিডডে মিলের ঘরে বসে ফ্যানের কয়েল নিয়েছে চোরের দল। পুলিশ কে বার বার জানিয়েছেন এখানে কয়েক জন নেশাগ্রস্ত যুবক এই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত। যদিও পুলিশ এর আগের চুরির জন্য কয়েক জন কে ধরেছেন কিন্তু আবার ও এক ই ঘটনা ঘটল এই বিদ্যালয়ে। শিক্ষক থেকে কাউন্সিলর পুরো ঘটনার জন্য চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এতবার চুরি হবার পর ও আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা কেন হলোনা।

তৃণমূলের প্রার্থীদের হয়ে মিছিলে এবং তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করলেন নির্দলের দুই প্রার্থী এই ঘটনার ফলে এলাকায় সরগোল পরে যায়

মালদা– তৃণমূলের প্রার্থীদের হয়ে মিছিলে এবং তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করলেন নির্দলের দুই প্রার্থী এই ঘটনার ফলে এলাকায় সরগোল পরে যায়।জানা যায় পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি অঞ্চলের ২৪ নম্বর এবং ২৫ নম্বর বুথের দুই তৃণমূল কর্মী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা আম প্রতীক নিয়ে নির্দলে দাঁড়িয়ে ভোট প্রচার শুরু করে কিন্তু শনিবার দুপুরে হঠাৎ করে দেখা যায় ২২ নম্বর বুথের ২৫ নম্বর আসনের নির্দল প্রার্থী রফিকুল ইসলাম এবং পার্শ্ববর্তী বুথ ২৪ নম্বরের নির্দল প্রার্থী মোর্শেদ আলীকে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনের মিছিলে ঘুরতে দেখা যায় এবং ভোট প্রচার করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের দুই নির্দল প্রার্থী জানান পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পাওয়ায় ক্ষোভে তারা নির্দলে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পারে যে ভোট ভাগাভাগির ফলে অন্য দল জিতে যেতে পারে তাই ওই এলাকার তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা তথা ব্লক তৃণমূলের সহসভাপতি ও মহিষবাথানি অঞ্চলের প্রাক্তন উপপ্রধান শারাফাত আলীর পরামর্শে দুই নির্দল প্রার্থী পুনরায় তৃণমূলে যোগদান করে এবং দুই নির্দল প্রার্থীর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেয় সারাফত আলী। এদিন তৃণমূলের প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে দুই নির্দল প্রার্থীও তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করে গোটা রাহুত গ্রাম ও কদমতলী এলাকায়।

এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৩২ নম্বর আসনের তৃণমূলের সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ

মালদা ঃ এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের ৩২ নম্বর আসনের তৃণমূলের সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির পছন্দের মনোনীত প্রার্থীকে এখন বিপাকে ফেলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিরোধী দল বিজেপি এবং বাম-কংগ্রেসের জোট। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, মালদা জেলা পরিষদের ইংরেজবাজারের ৩২ নম্বর আসনের প্রার্থী যেভাবে নির্বাচনী প্রচারে সাড়া ফেলে দিয়েছেন, তাতে বিরোধীদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্রার্থীকে বলতে হচ্ছে না, সাধারণ মহিলারাই বলছেন লক্ষীর ভান্ডার আর স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের কথা। আর বিরোধীদের কাছে উন্নয়নমূলক প্রচারের কোনও কিছুই নেই। ফলে এবারের লিপিকা বর্মন ঘোষের জয় এক প্রকার নিশ্চিত, বুঝতে পেরেই এখন বামরাম তলে তলে তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে, এমনই অভিযোগ তুলছেন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। উল্লেখ্য, মাত্র ২৯ বছর বয়সেই মালদা জেলা পরিষদের প্রথম প্রার্থী হয়েছেন ইংরেজবাজার ব্লকের মহদীপুরের গৃহবধূ লিপিকা বর্মন ঘোষ। তিনি কলেজ অধ্যায় শেষ করে বিবাহ জীবন শুরু। তারপরেই রাজনীতির আঙিনায় নেমেছেন লিপিকাদেবী। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন লিপিকা বর্মন ঘোষ। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দায়িত্ব পান। পরিবারে দুই নাবালক ছেলে রয়েছে। এছাড়াও স্বামী, শাশুড়ি, ননদ, দেওর, ভাসুর সকলকে মিলেই একান্নবর্তির পরিবার। গ্রামের খেটে খাওয়া আরো পাঁচটা গৃহবধূদের মতোই লিপিকাদেবী এখনো তার বাড়িতে রাখা গবাদি পশুর পালন তিনি নিজে হাতেই করেন। আর নির্বাচনের সময় সকাল থেকেই সংসার সামলিয়ে প্রচারে নেমে পড়ছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির মালদা জেলা পরিষদের প্রথম পাঁচজন পছন্দের প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন লিপিকা বর্মন ঘোষ। আর সেই তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে এখন কোন ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না বিরোধীরা। মালদা জেলা পরিষদের এই ৩২ নম্বর আসনেই তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন তপতী দাস। বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী রয়েছেন কৃষ্ণা সুতার ঘোষ। কার্যত তৃণমূলের যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জির পছন্দের প্রার্থীকে এখন কিভাবে বিপাকে ফেলা যায়, তা নিয়েই ভেবে কুলকিনারা করতে পারছেনা বিরোধীদলগুলি। নির্বাচনী প্রচারে যেখানেই যাচ্ছেন প্রার্থীকে আর নতুন করে কিছু বলতে হচ্ছে না। এখন মহিলাদের মুখে মুখে শুধু লক্ষীর ভান্ডার। আর বিধবা ভাতা থেকে বার্ধক্য ভাতা, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী মতোন আরও সরকারি প্রকল্পতো রয়েছেই। এছাড়াও স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে মানুষ যে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃণমূল প্রার্থী নিজের বলার আগেই সাধারণ মানুষ এইসব সুবিধা পাওয়ার কথা আর বাড়িয়ে বলে ফেলছেন। উল্লেখ্য, মালদা জেলা পরিষদের ৩২ নম্বর আসনটি মহদিপুর, যদুপুর ১,২ এবং কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বেষ্টিত। আর এইসব গ্রামীন এলাকায় সকাল হতেই দলীয় অন্যান্য নেতাকর্মীদের সঙ্গেই নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে পড়ছেন তৃণমূলের প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ। তিনি বলেন, সংসার সামলিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমেছি। দিদির সৈনিক হিসেবে আমি আজীবন কাজ করে যেতে চাই। আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আদর্শকে সামনে রেখেই নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছি। আমাকে নতুন করে কিছু বলতে হচ্ছে না। যেখানেই যাচ্ছি। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধার কথা মানুষ আমার সামনে তুলে ধরছে। আর বিরোধীরা এখন নতুন কোন ইস্যু খুঁজে না পেয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আসলে ওদের নির্বাচন ছাড়া খুঁজে পাওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নকেই ব্যাপকভাবে দুহাত তুলে সমর্থন করছে।

শিলিগুড়িতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্মীদের রুট মার্চ

শিলিগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে ২২ কোম্পানির সেনা বাহিনী টহল দিতে শুরু করেছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। বাকি ৩১৫ কোম্পানির বাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে রাজ্যরাজনীতিতে। আজ সকাল থেকে জলপাইগুড়ি জেলা ও শিলিগুড়ি সংলগ্ন অম্বিকা নগর, ভালোবাসা মোর সহ বিভিন্ন এলাকায় টহল দিতে দেখা গেল সেনা বাহিনীকে।।

সিপিএম প্রার্থীর স্বামীকে অপহরণ রনক্ষেত্র

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) – সিপিএম প্রার্থীর স্বামীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে । তারই প্রতিবাদে জাতীয় সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ সিপিএম প্রার্থীর পরিবার ও এলাকার বাসিন্দাদের । আট জুলাই শনিবার রাতে রানীগঞ্জ মোরগ্রাম ষাটনং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় । রামপুরহাট একনং ব্লকের দখলবাটি গ্রামপঞ্চায়েতের সিপিএম প্রার্থী জাসমিনারা বেগম । স্বামী আফসারুল সেখ তার বুথ এজেন্ট ছিল । ভোট শেষ হওয়ায় পর রামপুরহাট যুব তৃণমূল সভাপতি ওয়াসিম আলি ভিক্টর ও তার দলের লোকজন এসে সিপিএম প্রার্থীর স্বামীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় । তারই প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় । অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে অবরোধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) – কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রহরায় ব্যালট বাক্স ডিসিআরসি সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে এই দাবীতে আট জুলাই শনিবার রাতে বুথের সামনে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে গ্রামবাসীদের একাংশ হাঁসন বিধানসভাকেন্দ্রের বুধিগ্রাম গ্রামপঞ্চায়েতের লাহা গ্রামে । অবরোধকারীদের দাবী, ভোট কর্মীরা ব্যালট বাক্স নিয়ে বুথ থেকে বের হলে পথ মধ্যে সেটা ছিনতাই বা বদল হয়ে যাবে । তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের প্রহরায় ব্যালট বাক্স নিয়ে যেতে হবে ।।

বিজেপির সবচেয়ে বড় এজেন্ট অধীর চৌধুরি, বাংলায় অধীর চৌধুরী শুভেন্দুর সুরে কথা বলে ঃঅভিষেক ব্যানার্জি

মালদা ঃ বিজেপির সবচেয়ে বড় এজেন্ট অধীর চৌধুরি । কাজেই বাংলায় কংগ্রেস সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। বাংলায় অধীর চৌধুরী শুভেন্দুর সুরে কথা বলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে বিরোধী দল বিজেপি, কংগ্রেস সিপিএমের সেটিং তত্ত্ব নিয়ে সোচ্চার হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি । রবিবার দুপুরে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাতিমারি মাঠে তৃণমূলের জনসভায় উপস্থিত হন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর, দলের জেলার সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী প্রমুখ। এদিন দুপুর একটা থেকে এই জনসভাটি শুরু হলেও বিকেল পৌনে তিনটে নাগাদ মঞ্চে পৌঁছান সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। এরপর প্রায় ৩৫ মিনিট জনসভার মঞ্চে বক্তব্য রাখেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। জনসভায় সুজাপুরের হাতিমারি মাঠে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, আমরা মীরজাফর নয়, আমাদের মেরুদন্ড সোজা। সুতরাং ইডিসিবিআই যতই আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হোক না কেন, তৃণমূলকে অপদস্ত করা যাবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে বিজেপি, কংগ্রেস , সিপিএমের চরম বোঝাপড়া চলছে। এখনো পর্যন্ত ওরা কেউ কারোর বিরুদ্ধে নির্বাচন বিষয় নিয়ে এতটুকু অভিযোগ করে নি। সবাই দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আক্রমণ করছে। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। যে উন্নয়ন সাধারন মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি করেছেন, তাতে মানুষকে ভুল বোঝানো যাবে না। তাই আবারও বলি আপনারা কানে শুনে নয়, চোখে দেখে ভোট দিন।

ইডি ভোটের মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট পর্ব শুরু হয়ে গেল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ রবিবার ইডি ভোটে অংশ নিয়ে ভোট দিতে দেখা গেল সরকারি কর্মচারীদের। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে এই ইডি ভোট। এদিন ভোট দেওয়ার পাশাপাশি ভোটকর্মীরা মূল ভোটের দিন বুথ গুলিতে কড়া নিরাপত্তার দাবী জানিয়েছেন। মূলত যারা প্রিসাইডিং অফিসার ও ভোট কর্মীর দায়িত্বে রয়েছেন তাদের জন্যই ইডি ভোটের ব্যবস্থা করা হয় জলপাইগুড়ি সদর বিডিও অফিসে। এদিন লাইন দিয়ে ভোট দিতে দেখা যায় তাদের। ভোট দিতে এসেছেন প্রিসাইডিং অফিসার স্বপন রায়। তিনি বলেন খুব ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদের। তবে নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের একটাই দাবি ভোটের দিন অবশ্যই যেন তাদের জন্য সঠিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ইডি ভোটে অংশ নিতে এসে এমনই দাবি করেছেন খোকন মোহন্ত সহ অন্যান্য সরকারি কর্মীরাও।

তৃনমূলের মিটিং এ যেতে অস্বীকার করায় রাতের অন্ধকারে এক সিপিআইএম কর্মীকে বেধরক ভাবে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃনমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ তৃনমূলের মিটিং এ যেতে অস্বীকার করায় রাতের অন্ধকারে এক সিপিআইএম কর্মীকে বেধরক ভাবে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃনমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে।এই নিয়ে শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিনগর গ্রামে।অভিযোগ উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১৩ নং আসনের তৃনমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী মকরম আলি ওরফে স্বপন আলি ও তার দলবলের বিরুদ্ধে।আহত হয়েছেন সিপিআইএম কর্মী মজিবুল রহমান।তবে মারধরের অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন তৃনমূল।এই নিয়ে এদিন রাতে সিপিআইএম এর নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।আহত মজিবুল রহমানের পরিবার রাতেই স্বপন আলি সহ চার জনের নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন সন্ধ্যায় আলিনগর ১ নং বুথে ছিল তৃনমূলের বুথ মিটিং।তৃনমূলের কর্মীরা মিটিং এ যাওয়ার জন্য মজিবুল রহমানকে ডাকতে আসেন। তখন সে বাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং মিটিং এ যেতে সরাসরি অস্বীকার করেন।এতেই তৃনমূলের কর্মীরা তার উপরে চড়াও হয়ে বেধরক ভাবে মারধর করেন বলে অভিযোগ।খবর পেয়ে তৃনমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী স্বপন আলি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।সেও মজিবুল রহমানকে মারধর করেন এবং তার গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।তৃনমূলের দলবলের মারধরে ঘটনাস্থলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সিপিআইএম কর্মী মজিবুল রহমান।পরিবারের লোকেরা রাতে আহত মজিবুল কে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করান।বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

আমের মরশুমে লোকসানের মুখে মিষ্টি বিক্রেতারা। একেবারে তলানিতে ঠেকেছে মিষ্টি বিক্রি

মালদা– আমের মরশুমে লোকসানের মুখে মিষ্টি বিক্রেতারা। একেবারে তলানিতে ঠেকেছে মিষ্টি বিক্রি।নেই মিষ্টির বিক্রি তাই মাথায় হাত পড়েছে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের । মিষ্টির দোকানে সাজিয়ে রাখা রয়েছে বিভিন্ন মিষ্টি যেমন রসগোল্লা, কানসাট ছানার জিলেপি, সন্দেশ এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি। ক্রেতাদের দেখা নেই তাই কপালে চিন্তায় ভাজ পড়ছে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের। প্রতিদিন মিষ্টি বানিয়ে মিষ্টি নষ্ট হচ্ছে। কারিগরদের টাকা দিতে হচ্ছে মিষ্টি তৈরির। তাই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন সকল মিষ্টির দোকানদার।এক মিষ্টির দোকানদার ডালিম সরকার বলেন,দোকানে মিষ্টি বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। বিভিন্ন মিষ্টি যেমন রস গোল্লা, কানসাট ছানার জিলেপি, সন্দেশ এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি। বিক্রি নেই মিষ্টির এখন সবাই আম কিনতে ব্যস্ত। তাই আমাদের মিষ্টি বিক্রেতাদের আগের মত তেমন মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে না।সমস্যা দেখা দিচ্ছে ব্যবসায়।

পঞ্চায়েত ভোটের পর দীল্লির বুকে লড়াই আন্দোলন করে একশ দিনের কাজের টাকা ছিনিয়ে আনবোয় আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা পাঁচমাইলে নির্বাচনী জনসভায় এসে একথা জানালো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুরদুয়ারঃ পঞ্চায়েত ভোটের পর দীল্লির বুকে লড়াই আন্দোলন করে একশ দিনের কাজের টাকা ছিনিয়ে আনবোয় আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা পাঁচমাইলে নির্বাচনী জনসভায় এসে একথা জানালো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন পাঁচমাইলে নির্বাচনী জনসভায় প্রায় চল্লিশ মিনিট ভাষণ দেন অভিষেক। এদিন অভিষেক নিজের ভাষণে একশ দিনের কাজের টাকা নিয়ে বেশি সরব হন । অভিষেক ব্যানার্জি জানান বাংলায় হেরে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষের একশ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে বাংলার মানুষকে ভাতে মারবার চেষ্টা করছে। ভোটের পর বাংলা থেকে দশ লক্ষ মানুষকে দীল্লিতে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করবো।এদিন অভিষেক নিজের ভাষণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি জানান বিধানসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার জেলায় হেরে গিয়ে ও রাজ্যসরকার অনেক কাজ করেছে ।এদিন অভিষেক ব্যানার্জি জানান চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আমরা আন্দোলন সংঘঠিত করেছি। চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বন্ধ চা বাগান খোলা হয়েছে।যারা নির্দল হয়ে দাড়িয়েছে তাদের দলে নেওয়া হবেনা বলে এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেয় অভিষেক ব্যানার্জি

ডাক্তার দিবস উপলক্ষে শনিবারে ওএলফেআর এন্ড রিহেব সোসাইটির মৃখখ উপদেষ্টা ডা সন্দীপ সেনগুপ্ত সহো ক্রিরাদিপতির সকল সম্মানীও ডাক্তার ও সাসথ কর্মীদের ফুল মিষ্টি নিয়ে সূভেছা

শিলিগুড়ি ঃডাক্তার দিবস উপলক্ষে শনিবারে ওএলফেআর এন্ড রিহেব সোসাইটির মৃখখ উপদেষ্টা ডা সন্দীপ সেনগুপ্ত সহো ক্রিরাদিপতির সকল সম্মানীও ডাক্তার ও সাসথ কর্মীদের ফুল মিষ্টি নিয়ে সূভেছা জানিয়ে সুস্থ জীবন কামনা করেন ক্রিরাদিপতির প্রশিক্ষিত ও উপকৃত খেলোয়াড়দের পখখ থেকে প্লেয়ারস ওএলফেআর এন্ড রিহেব সোসাইটির সম্পাদক ও ক্রিরাদিপতির প্রোগ্রাম কোঅরডিনেটার অমিত সরকার, জাতিও এথলেটিক কোচ দেবকুমার দে(কানু), জাতিও এথলেটিক কোচ কৌশিক মিত্র। বরষিআন টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষ ও ডা সন্দীপ সেনগুপ্তর সুস্থতা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

দুইজন তৃণমূল কর্মীকে হাত পা বেঁধে নৃশংসভাবে মারধর এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ ফের উত্তপ্ত দিনহাটার গীতালদহ। গিতালদহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এর ভোরাম এলাকায় গিতালদহ ১ নং অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি মাফুজার রহমান এবং দুইজন তৃণমূল কর্মীকে হাত পা বেঁধে নৃশংসভাবে মারধর এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি ওই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য খলিল মিয়ার ছেলেকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আটকে রাখে । তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং তৃণমূল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করতে গেলে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের উপর হামলা চালায় এবং তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে হাতপা বেঁধে বেধড়ক মারধর করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় দিনহাটা থানার পুলিশ তাদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে আসে। তাদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাদের কোচবিহারে রেফার করে দেওয়া হয়। বর্তমানে তারা কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে ছুটে আসে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জের এই ঘটনা ঘটেছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

টানাপড়েন সত্ত্বেও নতুন দিশা খুঁজছে জার্মানির 'চায়না টাউন'

বার্লিন ঃ চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে ডুইসবুর্গকে অনেকে জার্মানির চীনা শহর বলে উল্লেখ করেন। তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে উত্তেজনা কমাতে ভাবমূর্তি বদলের জন্য মরিয়া এই শহর।

২০১৪ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং জার্মানি সফরে এসেছিলেন। তখন এই শহরকে চীনের নতুন সিল্ক রোড এর মূল 'স্টপ' হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক পণ্যবাহী ট্রেন সেই সময়ে এসে পৌঁছেছিল বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ বন্দরে। তবে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকে বিষয়টা বদলেছে। চীনের উপর নির্ভর করা নিয়ে জার্মানির নানা মহলে উদ্বেগ বেড়েছে।

জার্মানি তার সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার চীনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তাইওয়ান থেকে শুরু করে মানবাধিকার সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে জার্মানি সরব হয়েছে। শিপিং জায়ান্ট কসকো ডুইসবুর্গের বন্দরে একটি প্রকল্পের অংশীদার। চীনা টেলিকম জায়ান্ট হুয়াওয়ের সঙ্গে জার্মানির একটি চুক্তি শেষের পরই কসকো সেই জায়গা নিয়েছে।

মার্কুস টয়েবার, ডুইসবুর্গের চীনা প্রতিনিধি।মার্কুস জোর দিয়েছেন, চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার তবে তিনি এও স্বীকার করেন যে সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। টাউন হলে একটি সাক্ষাৎকারে এএফপিকে তিনি বলেন, (প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের) সফরের পর এক ধরনের 'চায়না হাইপ' ছিলো।

তিনি স্বীকার করেন, বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিন্ন। তিন, চার বছর আগে যে পরিস্থিতি ছিলো, এখন তেমনটা হবে না। ইউরোপের যে কোনো দেশের তুলনায় জার্মানি এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগে করেছে চীনে। স্বাধীন গবেষণা সংস্থা রোডিয়াম গ্রুপের একটি সমীক্ষা অনুসারে, ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে চীনে ইউরোপীয় বিনিযোগের এক তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী চারটি কোম্পানি। এগুলি হলো অটোমেকার ফক্সভাগেন, বিএমডাব্লিউ এবং মার্সিডিজবেঞ্জ এবং রাসায়নিক জায়ান্ট বিএএসএফ । চীনে এই বছরের প্রথম প্রান্তিকে, জার্মান রপ্তানি এক বছরের আগের সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ কমেছে। ফক্সভাগেন এবং বিএএসএফ দুটিই চীনে প্রথম ত্রৈমাসিকের বিক্রয় হ্রাসে ভুগছে। আইএনজি অর্থনীতিবিদ কার্স্টেন ব্রেজৎস্ক এএফপিকে বলেন, ইউরোপ এবং জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বেশি পক্ষপাতী। চীন মনে করে, জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশি কাছের। তার কথায়, সচেতনভাবে হোক কিংবা অজান্তেই 'মেইড ইন জার্মানি' জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে চীনের অনীহা থাকবে। তিনি বলেন, চীনা সংস্থাগুলো এখন এমন পণ্য তৈরি করছে যা জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বী।

ডুইসবুর্গে সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল এবং বিতর্কিত প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি ছিলো হুয়াওয়ের সঙ্গে চুক্তি, যা নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ তৈরি হয়। কর্মকর্তারা এবং কোম্পানি ২০১৭ সালে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিলো, যার লক্ষ্য ছিলো ডুইসবুর্গকে একটি স্মার্ট সিটি তে রূপান্তরিত করা কিন্তু চুক্তির মেয়াদ গত বছরের শেষে ফুরিয়ে যায়। টয়েবার বলেন, চুক্তি থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো লাভ হয়নি। এটি রাজনৈতিক কারণে না হয়ে প্রযুক্তিগত কারণে বন্ধ হয়েছে। ডুইসবুর্গ গেটওয়ে টার্মিনালের একটি বড় নতুন প্রকল্পে চীনা শিপিং জায়ান্ট কসকোর অংশীদারিত্ব রয়েছে। ২০২২ সালের জুনে কসকো এই বন্দরের মালিকের কাছে তার শেয়ারগুলি হস্তান্তর করে, যদিও ডুইসপোর্ট গ্রুপ (মালিক ও অন্যান্য সংস্থাগুলি যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত) বলেছিল যে লেনদেনের কোনো রাজনৈতিক পটভূমি ছিল না।

ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও প্রায় ৩০টি পণ্যবাহী ট্রেন এখনও প্রতি সপ্তাহে ডুইসবুর্গ এবং চীন হয়ে গন্তব্যগুলির মধ্যে রেলপথে চলাচল করে। এটিতে সময় লাগে ১৫ দিন, যা সমুদ্রপথের চেয়ে দ্রুত। টয়েবার জোর দিয়ে বলেছেন, চীনের সঙ্গে শহরটির ব্যবসার সম্ভাবনার পথ এখনো খোলা। মহামারীর বিরতির পরে চীনা প্রতিনিধিদলগুলো সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ফের ডুইসবুর্গে সফর শুরু করেছে। রাজনৈতিক বিরোধীরা অবশ্য বলছেন, চীনকে এত গুরুত্ব দেয়া ঠিক না। এফডিপির স্থানীয় চেয়ারম্যান স্টেন বেনেনব্রেউরে কথায়, এটি অবশ্যই একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো।

রাজ্যপাল গথে, কমিশন দায় ঠেলছে রাজ্যের ঘাড়ে

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনও পথে রাজ্যপাল। কিন্তু সহিংসতায় লাগাম টানা গেল কই?

শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের দিনে রাজ্যপাল রাস্তায় নামলেন। সহিংসতা নিয়ে নির্বাচন কমিশন বল ঠেলল রাজ্যের কোর্টে। ভোটগ্রহণের ১০ ঘণ্টায় প্রতিক্রিয়া দেননি মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের দিন সকালেই রাজভবন থেকে বেরিয়ে পড়েন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের কদম্বগাছিতে যান তিনি। সেখানে নির্দল প্রার্থী আবদুল্লা আলির মৃত্যুর খবর রটে যায় সকালে। আবদুল্লার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। পরে জানা যায়, নির্দল প্রার্থী জীবিত আছেন। সংঘর্ষে তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে দেখতে বারাসতের হাসপাতালে যান রাজ্যপাল। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। আহত প্রার্থীকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার উদ্যোগ নেন বোস।

এ দিনের সফরে একাধিকবার রাজ্যপালের কনভয় আটকে অভিযোগ জানায় বিরোধীরা। নদিয়ার পথে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের উপর বাসুদেবপুরে বিজেপি ও সিপিএম কর্মীরা রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ করেন, ভোট লুট করা হচ্ছে। কামারহাটিতেও তার পথ আটকানো হয়। রাজ্যপাল বলেন, ''আমি সকাল থেকে বেরিয়েছি। আমাকে অনেকে অভিযোগ করেছেন, তাদের চারপাশে খুনোখুনি হচ্ছে। দুষ্কৃতীরা ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে। এটা আমাদের সকলের কাছে উদ্বেগের। আজ গণতন্ত্রের সবচেয়ে পবিত্র দিন। ভোট বুলেট নয়, ব্যালটের লড়াই।''

রাজ্যপাল পঞ্চায়েত নির্বাচনে নজিরবিহীন তৎপরতা দেখিয়েছেন। গতকাল, শুক্রবার তিনি মুর্শিদাবাদ সফরে যান। তার আগে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আক্রান্ত শাসক এবং বিরোধী শিবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তবে সম্ভবত এই প্রথমবার রাজ্যপাল ভোটের দিন শান্তির জন্য রাস্তায় নামলেন।

প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, ''রাজ্যপালের সক্রিয়তা প্রশংসনীয়। কিন্তু তার পথে নামায় ছবি বদলায়নি। শাসক ও বিরোধী কেউই তার ডাকে সাড়া দেয়নি।'' শনিবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। এর পর থেকেই সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছিল রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে। কিন্তু তখনো দপ্তরে আসেননি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। প্রশ্ন ওঠে, ভোটের দিনও সকালে কেন দপ্তরে আসেননি কমিশনার? সকাল ১০টা নাগাদ দপ্তরে আসেন রাজীব। তার আগে থেকেই কন্ট্রোল রুম ঘনঘন ফোন আসছিল। বিকেল গড়িয়ে যেতে শুধু শনিবার নিহতের সংখ্যা পৌঁছে যায় ১২তে। যদিও প্রশাসনের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে রাজীব জানান, মারা গিয়েছেন তিন জন। দুপুরে কমিশনার বলেন, ''দেড় হাজারের মতো অভিযোগ জমা পড়েছে। অর্ধেকের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অধিকাংশ অভিযোগ তিনচারটি জেলা থেকে এসেছে। ভোট কেমন হয়েছে সেটা এখনই বলা যাবে না। সব রিপোর্ট জমা পড়বে। আগামীকাল স্ক্রুটিনির পর বলা যাবে।'' কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ হাইকোর্ট দিলেও এদিন অনেক জায়গায় জওয়ানদের দেখা মেলেনি। কমিশনারের বক্তব্য, ''বাহিনী ঠিক সময়ে এসে গেলে অশান্তি নিয়ন্ত্রণ করা যেত। মৃত্যুর দায় কমিশনের নয়। আমরা সব ব্যবস্থা করে বাহিনী পাঠিয়েছি। তাদের ব্যবহার করা প্রশাসনের কাজ। কে কাকে গুলি করছে সেটা কমিশনের দেখা সম্ভব নয়।'' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কমিশনের ভূমিকার সমালোচনা করেন। বলেন, ''কমিশনারকে ফোন করেছিলাম। বলেছি, আর কত রক্ত আপনার দরকার? সন্ধে ছটার সময় কমিশনের দপ্তরে গিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেব।'' দেবাশিস বলেন, ''এমন মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশনার কখনো দেখিনি। তিনি পুরোপুরি রাজ্যের তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছেন।''

নির্বাচনের দিন সকাল থেকে প্রতি ঘণ্টায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সংঘর্ষ, ছাপ্পা ভোট, ব্যালট বাক্স পুকুরে ফেলা, আতঙ্কিত ভোটকর্মী, ক্ষুব্ধ জনতা থেকে ব্যালট পেপার পোড়ানো, সহিংসতার নানা ছবি উঠে আসতে থাকে। বিরোধীরা দাবি করে, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের দিনে সহিংসতা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। শাসক দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''বিরোধীরা হার নিশ্চিত বুঝে অভিযোগ তুলছে। অথচ তৃণমূল কর্মীরাই বেশি মারা গিয়েছেন।'' বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী বলেন, ''যারা দায়িত্বে আছেন, তারা নীরব থাকছেন, এটা খুবই দুঃখের। যে কোনো ভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তার জন্য লড়াই। তাতে মানুষ মারা পড়লেও সরকার নীরব।''

পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনী কোথায় গেল?

কলকাতা ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, পঞ্চায়েতে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে হবে। অনেক বুথেই তাদের দেখা গেল না।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে সহিংসতার বলি হলেন ১৭ জন। রোরবারও কুলতলি থেকে একজন তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর খবর এসেছে। গুলি, বোমা, বুথদখল, বিক্ষোভ, মারামারি কী হয়নি এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। মনোনয়নপর্ব থেকে শুরু করে ভোট পর্যন্ত ৩৯ জনের প্রাণ গেছে। নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ হয়, তার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। শনিবার পর্যন্ত রাজ্যে ৬৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। সাধারণত এক কোম্পানিতে একশ থেকে ১২৫ জন জওয়ান থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তার বেশিও হতে পারে। এক কোম্পানিতে একশ জন জওয়ান ধরলে ৬৫ হাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রাজ্যে এসেছে।

কিন্তু শনিবার ভোটের দিন অনেক বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনো জওয়ানকে দেখা যায়নি। তারপরই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে তারা গেলেন কোথায়? যে সব জেলায় ভয়াবহ সহিংসতা হয়েছে, সেখানে কেন সব বুথে তারা ছিলেন না? রাজ্য নির্বাচন কমিশন কি এইভাবে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করতে পারে?

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয়ের ভূমিকায় ছিলেন বিএসএফের আইজি বুদাকোটি। তিনি কমিশনকে জানিয়েছিলেন, রাজ্যের যে উত্তেজক পরিস্থিতি রয়েছে, তাতে একজন জওয়ান রাখলে তাদের নিরাপত্তার চিন্তা থাকছে। তাই প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অন্তত চার থেকে পাঁচ জন জওয়ানকে মোতায়েন করতে হবে। একটি ভোটকেন্দ্রে একাধিক বুথ থাকে।

রাজ্যের নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিং প্রশ্ন তুলেছেন, ''কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে এত দেরি হলো কেন? আমরা তো ২২ তারিখ তাদের জানিয়েছিলাম। তারপর বেশ কয়েকবার মনে করিয়ে দিয়েছি। তারপরেও ৩ জুলাই ৪৮৫ কোম্পানি বাহিনী এলো। আগে এসে সুবিধা হতো।''

আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুক্তি, বাহিনী কোথায় মোতায়েন করা হবে তা আগে থাকতে জানাতে হয়। সেইমতো ট্রেন ও অন্য যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্য সময় লাগে। নির্বাচন কমিশনের অসহযোগিতার কারণেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর যেতে দেরি হয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোটের সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের পার্থক্য আছে। এখানে অনেক বেশি বুথ থাকে। সাংবাদিক আশিস গুপ্ত বলেছেন, ''সব বুথে প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ভোট করতে গেলে আড়াই লাখ জওয়ান লাগবে। ভোটের দিন কয়েক আগে ৬৫-৭০ হাজার জওয়ান আসবে, তাদের গ্রামে গ্রামে মোতায়েন করা যাবে বলে যারা মনে করছেন, তারা বাস্তবসম্মত চিন্তা করছেন না। ফলে লোকসভা ভোটে যা সম্ভব, তা পঞ্চায়েত ভোটে সম্ভব নাও হতে পারে।''

সাংবাদিক শরদ গুপ্তার মতে, ''কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দায়িত্ব তো নির্বাচন কমিশনের। লোকসভা ভোটে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের হাতে দায়িত্ব থাকে। ফলে তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েন করে নির্বাচন করতে পারে। পঞ্চায়েত ভোট করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।''

এবার পঞ্চায়েত ভোটে দেখা গেছে, তৃণমূলেরও প্রচুর কর্মী মারা গেছেন। কোথাও আইএসএফ, কোথাও বাম, কোথাও কংগ্রেস এহং কোথাও বিজেপিও পাল্টা মারের রাস্তায় গেছে। কোথাও তো গ্রামবাসীরা ভোট দিতে না পেরে বুথ ঘেরাও করে রেখেছেন। ব্যালট বাক্স পুকুরে ফেলে দিয়েচেন। কোথাও গ্রামবাসীরা সন্ত্রাস করতে আসা মানুষকে তাড়া করেছেন, ধরতে পারলে মারধর করেছেন।

আশিস গুপ্ত মনে করেন, ''এটা হবেই। কারণ, বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে। শাসক দলের তরফে যে কাণ্ড করা হচ্ছে, তাতে তাদের টিকে থাকতে গেলে প্রতিরোধ করতে হতোই। তাই তারাও কিছু এলাকায় একই পন্থায় তৃণমূলকে ঠেকাতে গেছে। লোকসভা ভোটের সময় এরকম ঘটনা বাড়তেই পারে।''

শরদও মনে করেন, ''পঞ্চায়েতকে ঘিরে সহিংসতার যে ছবি দেখা গেছে, তাতে এটা স্বাভাবিক। ভাঙরে মনোনয়নপত্র যাতে জমা দিতে না পারে, সেজন্য বিডিও অফিস কার্যত ঘিরে রেখেছিল শাসক দলের কর্মীরা। বোমা ও গুলির বন্যা বয়ে গেছে। রাজনীতিতে কোনোকিছুই তো একতরফা হতে পারে না।''

পঞ্চায়েত ভোটে বোমা, গুলি, বুথদখল, মৃত ১২

কলকাতা ঃ শনিবারের সকাল। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট শুরু হলো। শুরু হলো বোমা, গুলি, বুথ দখল, ভাঙচুর। শুরু মৃত্যুমিছিল।

পঞ্চায়েত ভোট শুরু হতেই আরম্ভ হয়ে গেল লাশ গোনা। শুরু হয়ে গেল বোমা বৃষ্টি, সমানে গুলি চললো, বুথ দখল হলো, ব্যালট বাক্স বাইরে ফেলে দেয়া হলো। ব্যালট বাক্সে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। দেখা গেল সেই ছবি, বাইরে ভোটদাতারা দাঁড়িয়ে, ভিতরে ছাপ্পা ভোট দেয়ায় ভোটপর্ব শেষ। কোথাও প্রিসাইডিং অফিসার বললেন, ব্যালট ছিনতাই হয়েছে, কোথাও বললেন, কারা ভোট দিয়ে চলে গেছে জানি না। ভোটদাতারা বুথ ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকলেন ভোট দেয়ার দাবি তুলে। কোচবিহারে খাটামারিতে বুথদখল করে ব্যাপক ভাঙচর চললো। মারা হলো প্রিসাইডিং অফিসারকে। আরেকটি জায়গায় ব্যালটে জল ঢেলে দেয়া হলো।

শুক্রবার রাত থেকে শুরু হয়ে যায় হামলা ও মৃত্যু। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মুর্শিদাবাদে। শুক্রবার রাত ও শনিবার সকাল মিলিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। সকলেই তৃণমূল কর্মী। মনোনয়নপত্র জমা দেয়া শুরু হতেই যে রানিনগরে গোলমাল ও সহিংসতা শুরু হয়েছিল, সেখানে ভোটের দিন সকালেও ব্যাপক তাণ্ডব হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে ব্যাপক বোমাবাজি। মোহনপুরে পিস্তল হাতে দাপাদাপি। অভিযোগ তৃণমূলের দিকে। বিকেল পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। যদিও প্রশাসনের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, তিনজন মারা গেছেন।

কোচবাহিরে খুন হয়েছেন বিজেপির পোলিং এজেন্ট। দিনহাটায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থী। সামসেরগঞ্জে ও ইসলামপুরে বোমায় দুইজন আহত হয়েছেন, নিমতিতায় হয়েছে, রামপুরহাটে বুথে তাণ্ডব,চালানো হয়েছে, বীরভূমে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দেয়ার অভিয়োগ উঠেছে। বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজির পর রাস্তায় রক্ত পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ডায়মন্ডহারবারের ন্যাতড়ায় বুথে ঢুকে তাণ্ডব চালানো হয়েছে। মালদহে খুন হয়েছেন তৃণমূল কর্মী। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে সিপিএম কর্মীর মৃত্যু।

উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্র গোলমাল ও সহিংসতা হয়েছে। প্রচুর জায়গায় ব্যালট বাক্স ভাঙা হয়েছে।

এত সংঘর্ষ, গুলি, বোমার মধ্যে টিভির পর্দায় দেখা গেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ অধিকাংশ জায়গায় মূলত দর্শক হয়েই থেকেছে।

মনোনয়নপর্বে ভয়ংকর সহিংসতা দেখেছিল ভাঙর। কলকাতা থেকে মাত্র এক ঘণ্টা দূরের এই জায়গায় সকাল থেকেই সহিংসতা হয়েছে। চকমরিচা গ্রামে বুথে যাওয়ার রাস্তায় শুধু বোমার চিহ্ন। রাস্তার দুইপাশে ছড়িয়ে আছে বোমার টুকরো। কিছুটা দূরে রাস্তায় চাপ চাপ রক্ত। অভিযোগ, আইএসএফ কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমা মারা হয়েছিল। দুই জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভাঙরে একটি বুথের বাইরে দেখা গেল, আইএসএফের বুথ কর্মী মশিদুল মোল্লা ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তার অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাকে মেরেছে। তিনি বুথ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

ভাঙরের হাতিশালায় তো আইএসএফের নারী প্রার্থী হাজিরা বিবির বাড়িতে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। টিভিতে সেই ছবি দেখার পর পুলিশ বেলা দশটা নাগাদ সেখানে যায়। কিন্তু আইএসএফ প্রার্থী জানিয়ে দেন, পুলিশের উপর তার ভরসা নেই। তিনি এখন বাড়ির বাইর যাবেন না।

এ কোন গণতন্ত্রের উৎসব?

গৌতম হোড়

পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই সহিংসতা, মৃত্যু, রক্তস্নান। এই কি গণতন্ত্রের চেহারা? টিভির ক্যামেরায় লাইভ ছবি কি মিথ্যা বলতে পারে? সম্ভবত না। শনিবার সকাল থেকে টিভির ক্যামেরায় রাজ্যজুড়ে যে ছবি দেখাচ্ছে, তা হলো, গুলি, বোমা, মৃত্যু, বুথদখল, বুথে তাণ্ডব, ব্যালট পোড়ানো, ব্যালটে জল ঢেলে দেয়া, প্রার্থীর বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেয়া! এরপর তৃণমূলের তরফ থেকে বলা হলো, ৬১ হাজার বুথের মধ্যে ৪৬টির মতো বুথে গণ্ডগোল হয়েছে। সেগুলিই বড় করে দেখানো হয়েছে। বাকি সব বুথে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নিলাম, ৪৬টি বুথেই গোলমাল হয়েছে। কী গোলমাল হয়েছে? আমরা দেখেছি, পিস্তল হাতে এক কর্মী টিভি ক্যামেরার সামনে এক নির্দল প্রার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি করছেন। ক্যামেরার সামনেই বুথে ঢুকে ভাঙচুর করা হচ্ছে। প্রিসাইডিং অফিসারকে মারা হচ্ছে। প্রাণ বাঁচাতে প্রিসাইডিং অফিসার বাথরুমে লুকিয়ে থাকছেন, ভোট দিতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ যাচ্ছে। ব্যালট পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বোমার বৃষ্টি হচ্ছে। গুলি চলছে। সহকর্মী স্যমন্তক ঘোষ গুলি লেগেছে এমন একজনের সঙ্গে ক্যামেরার সামনে কথা বলেছেন। এ কোন গণতন্ত্রের উৎসবের ছবি দেখলাম আমরা? এই ছবি ৪৬টা বুথ কেন, চারটে বুথে হলেও তা ভয়াবহ ঘটনা। দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা করার সূত্রে বলতে পারি, এখন তো অন্য কোনো রাজ্যে এই ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। প্রথমে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেয়া হলো, তারপর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য সহিংসতা হলো, আর ভোটের দিন রক্তগঙ্গা বইলো। প্রশাসন চুপ। নির্বচন কমিশনার বললেন, তিনি আশা করছেন, পুলিশ সব ঠিক করে দেবে। আর পুলিশ? থাক সে কথা। এই ভয়ংকর সহিংসতার স্রোত দেখে ভয় লাগে। লজ্জা হয়। ভেটের নামে যা হলো, তাতে ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ লাগে। সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত ১২ জনের প্রাণ গেছে। তারমধ্যে তৃণমূলের একাধিক কর্মী আছেন। বিরোধী দলগুলির আছে। কেন এই প্রাণহানি হবে? প্রতিটি মৃত্যু শোকের। প্রতিটি হত্যা সমান নিন্দনীয়। আর ততটাই নিন্দনীয় এই বেলাগাম সহিংসতা। সারাদিন ধরে এই কাণ্ডকারখানা দেখে প্রশ্ন জেগেছে, প্রশাসন কোথায়?

সম্পাদকীয়

প্রসূতি মায়েদের অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার আর কত?

সৃষ্টিকর্তা নারীপুরুষ উভয়কেই নিজ হাতে সৃষ্টি করলেও মাতৃত্বের মতো স্বর্গীয় অনুভূতি লাভের ক্ষমতা দিয়েছেন শুধু নারীকেই। একজন নারীর জীবনে সর্বোচ্চ খুশি, আবেগ, উৎকণ্ঠার সময় হলো মাতৃত্বকাল। কারণ, তার হাত ধরেই পৃথিবীতে আসে নতুন প্রজন্ম। গর্ভবতী মা সহ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য যেমন আনন্দে থাকেন, তেমন বিভিন্ন দুশ্চিন্তাও এ সময় মাথায় ঘুরপাক খায়। প্রসূতি মায়ের স্বাভাবিক সন্তান জন্মদান নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ থাকবে কি না? পরিবারের সদস্যরা হয়তো সন্তান জন্মদানের সময়টুকু পর্যন্তই উৎকণ্ঠায় কাটান। পরবর্তী সময়গুলো নিয়ে ভাবেন না বললেই চলে। যার ফলে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারে কারও তেমন একটা ভ্রুক্ষেপ নেই। দেশে বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারও ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যা বেশ শঙ্কাজনক। সন্তান জন্মদানের সময় অস্ত্রোপচার একটি জীবন রক্ষাকারী পন্থা, কিন্তু যখন এই পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে অকারণে, সেটি রীতিমতো একপ্রকার অপরাধ। আগের যুগে সন্তান জন্মদানে ধাত্রীর প্রচলন ছিল, কিন্তু সে সময় মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হারও বেশি ছিল। এ জন্য ক্রমে ক্রমে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং হাসপাতালে সন্তান জন্মদানের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। বর্তমানে মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে, এটি নিঃসন্দেহে আনন্দজনক, কিন্তু একই সঙ্গে হার বাড়ছে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের। অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে, দেশে ১০০ সন্তান প্রসবে ৪৫ শিশুর জন্ম হচ্ছে অস্ত্রোপচারে। মোট সংখ্যার হিসাবে দেশে প্রতিবছর ৩৬ লাখ শিশুর জন্ম হচ্ছে এভাবে। এর মধ্যে ৩০ লাখের বেশি শিশুর জন্ম হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারে। প্রসূতি মায়ের যদি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃৎপিণ্ডের কোনো সমস্যা অথবা জরায়ুতে টিউমার থাকে এবং বাচ্চার অবস্থানের ত্রুটি থাকে, সে ক্ষেত্রে জীবন রক্ষাকারী পন্থা হিসেবে অস্ত্রোপচারকে বেছে নেওয়া যায়। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই নির্ধারিত সময়ের আগে অস্ত্রোপচার কতটুকু যৌক্তিক? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুযায়ী, প্রতি ১০০ গর্ভধারণে ১০ থেকে ১৫ জন মায়ের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে। কিন্তু ১৫ শতাংশের বেশি অস্ত্রোপচার হলে তা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে দেশে ৩০ শতাংশ শিশুর জন্ম হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারে। চিকিৎসাবিদদের মতে, যে কয়েকটি কারণে অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার বাড়ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গর্ভবতী মায়েরা অথবা তাঁর পরিবার চায়, হেলথ চেকআপ এবং কিছু বেসরকারি হাসপাতালের মুনাফার প্রবণতা। অনেক সময় দেখা যায়, অনাগত সন্তানের বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ অবস্থান নিয়ে ভীতি থেকে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করতে বলা হয়। এতে পরিবারের লোকজন ভয় পান এবং সে মুহূর্তে তাঁদের ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এসব ঘটনার সত্যতা যাচাইবাছাইয়ের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। আবার অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের লোকেরা আগে থেকেই চান অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার করাতে। কেউ হয়তো ভয়ে চান অথবা কেউ শারীরিক ঝুঁকি নিতে চান না, কেউ কেউ বলে থাকেন ফিটনেস ঠিক রাখতে। গবেষকেরা দেখেছেন, স্বাভাবিক প্রসবে গড়ে ৩ হাজার ৫৬৫ টাকা খরচ হয়। অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের কারণে সেই খরচ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। জনগণের সবার নিজ নিজ জায়গা থেকে জানা উচিত অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের ভয়াবহতা এবং এটি কমাতে সাহায্য করা। প্রত্যেকে সচেতন হলে তবেই সম্ভব সুস্থ সমাজ, দেশ এবং জাতি গঠন করা।

ইউরোপে যেতে যে কারণে সাগরে নামেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা

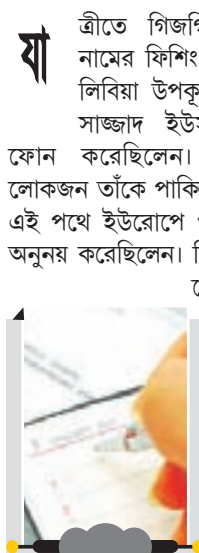

ফাতিমা ভুট্টো
প্রাবন্ধিক

যাত্রীতে গিজগিজ করা আদ্রিয়ানা নামের ফিশিং ট্রলারটি গত ৯ জুন লিবিয়া উপকূল ছাড়ার আগমুহূর্তে সাজ্জাদ ইউসুফ তাঁর আব্বাকে ফোন করেছিলেন। সাজ্জাদের বাড়ির লোকজন তাঁকে পাকিস্তান থেকে বিপজ্জনক এই পথে ইউরোপে পাড়ি না জমাতে বহু অনুনয় করেছিলেন। কিন্তু ইউসুফ তা কানে তোলেননি। তিনি পাকিস্তানের অসহ্য বেকারজীবন ছেড়ে বহু বহু দূরে কোথাও পালাতে চেয়েছিলেন।

এই সমুদ্রযাত্রা যে অতি ভয়ংকর, তা সাজ্জাদ জানতেন। তবু তাঁর পীড়াপীড়িতে সেই ট্রলারে একটু জায়গা পাইয়ে দিতে তাঁর পরিবার ১০ লাখ রুপির বেশি কর্জ করে তাঁকে দিয়েছিল। ট্রলারটিতে থাকা সাড়ে সাত শ যাত্রীর বেশির ভাগই ছিলেন পাকিস্তানি। তাঁরা সবাই অভিবাসনপ্রত্যাশী। তাঁরা শুধু যে দারিদ্র্য ঘোচাতে ও ভাগ্যান্বেষণে এই বিপৎসংকুল যাত্রায় যোগ দিয়েছেন তা নয়, বরং তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেরও বলি। কারণ, এই প্রভাব তীব্রভাবে পাকিস্তানকে জেরবার করে ফেলছে।

জীবনবাজি রেখে যাঁরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাচ্ছেন, তাঁরা কোনো না কোনোভাবে বন্যা, খরা, হিমবাহ গলন, ফসলহানি ও পঙ্গপালের হানাসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবগুলোই পাকিস্তান ভোগ করেছে। আসলে দুর্যোগের পর দুর্যোগ সহ্য করাই পাকিস্তানের নিষ্ঠুর নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় এটিকে 'খোদায়ি গজব' বলা হতো। এখন তা জাগতিক ও দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানিরা তাঁদের প্রাণঘাতী সমুদ্রযাত্রা আফগান, সিরিয়ান ও ফিলিস্তিনিদের মতো উপেক্ষিত বিশ্বের নারীপুরুষের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

আদ্রিয়ানা নামের ট্রলারটি বিক্ষুব্ধ দরিয়ার মাঝে উদ্ধারকর্মীদের আসার অপেক্ষায় ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাসছিল। কিন্তু কেউ তাঁদের বাঁচাতে আসেনি। কর্তৃপক্ষগুলো কিছুই করেনি। গ্রিসের কোস্টগার্ডরা বলছেন, তাঁরা ট্রলারটিকে সহায়তা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যাত্রীরা নাকি সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ৭৫০ যাত্রীর মধ্যে বড়জোর ১০০ জন বেঁচেছেন। বেঁচে যাওয়া মানুষের মধ্যে কোনো নারী ও শিশু আছে বলে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

মনে রাখা দরকার, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার যে অর্ধেক লোক দরিদ্রতম, তাদের নিঃসরণ করা মোট পরিমাণ কার্বনের দ্বিগুণ কার্বন নিঃসরণ করে অতিধনী ১ শতাংশ মানুষ। অবশ্যই সেই সেই ধনীরা ১.৫ শতাংশ কর দিতে সক্ষম। তাঁরা ৫ শতাংশ, এমনকি ১০ শতাংশ করও দিতে পারেন। বেসরকারি খাত থেকে সীমাহীন অর্থ আসতে পারে। সরকারি কোষাগারেও অর্থ আছে। তা সত্ত্বেও চলতি সপ্তাহে আমাদের বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তারা যে ১ হাজার ১৬০ কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে তারা সরে আসার পরিকল্পনা করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট সবখানে ও সবকিছুতে রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে। এই ক্ষরণ সামনে আরও বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংকট যত বেশি দেখা দেবে, তত বেশি যুদ্ধ লাগার আশঙ্কা বাড়বে। নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিলের ভাষ্যমতে, বিশ্বে যুদ্ধের কারণে যত লোক বাস্তুচ্যুত হচ্ছে, তার চেয়ে ৩ থেকে ১০ গুণের বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। জাতিসংঘের ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটির হিসাবমতে, ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ুসংকটজনিত অভিবাসীর সংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছে যেতে পারে।

নেপালভিত্তিক একটি গবেষণা সংস্থা বলছে, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বত হিন্দুকুশের হিমবাহ বিগত দশকের তুলনায় ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ৬৫ শতাংশ বেশি দ্রুততায় গলেছে। হিমবাহের এই অতিগলন ভাটির দিকে থাকা জনপদের ২০০ কোটি মানুষের জীবনকে বিপদের মুখে ফেলে দেবে। অন্যদিকে কাতালুনিয়া অঞ্চলজুড়ে ৩২ মাস ধরে চলা তীব্র খরায় বার্সেলোনার জলাধারগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও এল নিনোর (এল নিনো হচ্ছে সাগরের উপরিভাগের পানির গড় মানের তাপমাত্রার পরিবর্তন। মূলত পূর্বমধ্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শান্ত সমুদ্রের পানির গড় তাপমাত্রা যখন কমপক্ষে ০.৫ সেলসিয়াস হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং পাঁচ মাস বা তারও অধিক সময় ধরে সে অবস্থা চলতে থাকে, তখন এটিকে এল নিনো বলে।) প্রত্যাবর্তনের সুবাদে চলতি বছরটি উষ্ণতম বছর হিসেবে রেকর্ড করতে যাচ্ছে।

এটি নিশ্চিতভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একাংশকে উষ্ণ করে তুলবে, যা বৈশ্বিক তাপমাত্রাকেও বাড়িয়ে দেবে। পূর্বাভাসদাতারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এল নিনো পরিস্থিতি চলতে থাকবে এবং আগামী বছরে তা আরও জোরালো হবে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও এল নিনোর সংমিশ্রণে সাইবেরিয়ায় রেকর্ড মাত্রার তাপপ্রবাহ দেখা দিয়েছে। সেখানে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠেছে। স্পেন ও কানাডায় অকল্পনীয় তাপদাহের কারণে নজিরবিহীন দাবানল দেখা গেছে। কানাডার দাবানলের কারণে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের আকাশকেও গোলাপি বর্ণে দেখা গেছে।

আমরা এমনই এক ভবিষ্যৎ তৈরি করে রেখে যাচ্ছি। সুতরাং যখন প্রাইভেট জেটে চড়ে কোনো সেলিব্রিটি ও ফুটবলার সেলফি তোলেন, তখন তাঁর নাম মনের মধ্যে গেঁথে রাখুন। তাঁরা কিন্তু আধুনিক রোম পোড়ার মুহূর্তে নির্বিকার থাকা নিরো নন তাঁরা পরিষ্কারভাবে দেশলাই হাতে অগ্নিসংযোগকারী। যখন বিগ অয়েল (বিশ্বের সবচেয়ে বড় ছয়টি জ্বালানি কোম্পানির সম্মিলিত সত্তাকে 'বিগ অয়েল' বলা হয়ে থাকে) খুব ডাঁটের সঙ্গে বলে, তারা দ্বিগুণ অর্থ লাভ করেছে, তখন সেই লাভের অঙ্ক মনে রাখুন। কারণ, এই তেল কোম্পানিগুলো মুনাফার জন্য শুধু আমাদের এই আবাস ধ্বংস করছে না, তারা তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে নিঃশেষ হওয়া মানুষকে কানাকড়িও ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না।

আমরা পরিবেশ রক্ষার কথা মনে করে যত খুশি মন চায় প্লাস্টিক স্ট্রর বদলে কাগজের স্ট্র ব্যবহার করতে পারি নবায়নযোগ্য পণ্য ব্যবহার করতে পারি এবং ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়তে পারি কিন্তু সত্যটা হলো, যতক্ষণ না তেল কোম্পানিগুলোর সিইওদের কর্মকাণ্ড পরিবর্তন করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গ্রহকে রক্ষার লড়াই শুরুই করতে পারব না।

দ্য ক্লাইমেট অ্যাকাউন্টেবিলিটি ইনস্টিটিউট ইতিমধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানুষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছে। প্যারিস জলবায়ু অর্থসংক্রান্ত আলোচনা সামনে রেখে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ১০০ জন অর্থনীতিবিদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা সীমাবদ্ধ করতে একটি চিঠি দিয়ে বিশ্বের অতি ধনীদের ওপর কর আরোপ করতে বলেছেন। তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, বিশ্বের শীর্ষ ধনকুবেরদের সম্পদের ওপর যদি বছরে ২ শতাংশ কর ধরা হয়, তাহলে আড়াই লাখ কোটি ডলার উঠবে। তা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দরিদ্রতম দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া যেতে পারে, যদিও তা কোনো অর্থেই যথেষ্ট নয়।

মনে রাখা দরকার, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার যে অর্ধেক লোক দরিদ্রতম, তাদের নিঃসরণ করা মোট পরিমাণ কার্বনের দ্বিগুণ কার্বন নিঃসরণ করে অতিধনী ১ শতাংশ মানুষ। অবশ্যই সেই সেই ধনীরা ১.৫ শতাংশ কর দিতে সক্ষম। তাঁরা ৫ শতাংশ, এমনকি ১০ শতাংশ করও দিতে পারেন। বেসরকারি খাত থেকে সীমাহীন অর্থ আসতে পারে। সরকারি কোষাগারেও অর্থ আছে। তা সত্ত্বেও চলতি সপ্তাহে আমাদের বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তারা যে ১ হাজার ১৬০ কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে তারা সরে আসার পরিকল্পনা করছে।

অর্থাৎ আমরা এমন এক ভবিষ্যৎ তৈরি করছি, যেখানে বিপর্যয় ছাড়া কিছু থাকছে না।

সাময়িকী

মিয়ানমার নিয়ে আমেরিকার নীতি পুরোটাই ভুল

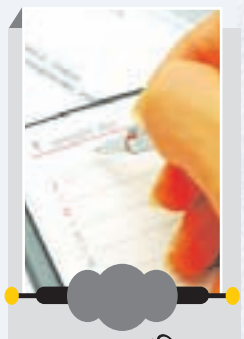

ব্রহ্ম চেলানি
কলামিস্ট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁদের সর্বসাম্প্রতিক যৌথ বিবৃতিতে মিয়ানমারের ক্রমেই অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা দেশটিতে একটি প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র চেয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, মার্কিন নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞার নীতি এই উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মিয়ানমারের সাধারণ নাগরিকদের দুর্দশাগ্রস্ত করেছে। অন্যদিকে সামরিক জান্তাদের এই নিষেধাজ্ঞা স্পর্শও করতে পারেনি। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা জান্তাদের কুক্ষিগত হয়ে আছে। এই পরিস্থিতির ফায়দা ওঠাচ্ছে চীন। তারা দেশটিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। চীনের জন্য মিয়ানমার হলো ভারত মহাসাগর এবং এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসের প্রবেশদ্বার। এই অগ্রগতি আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চীনা সেনাবাহিনী এখন মিয়ানমারের গ্রেট কোকো আইল্যান্ডে আড়ি পাতার অবকাঠামো স্থাপনে সহযোগিতা করছে। এর অবস্থান ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপের ঠিক উত্তরে। এই দ্বীপে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর একমাত্র ঘাঁটিটি অবস্থিত। আশির দশকের শেষে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর চীন তাদের প্রধান বাণিজ্য সহযোগী এবং অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই নিষেধাজ্ঞা ২০১২ সাল পর্যন্ত জারি ছিল। বারাক ওবামার নতুন মার্কিন নীতি ঘোষণা এবং মিয়ানমার সফরের পর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকা সামরিক শাসন শেষে ২০১৫ সালে মিয়ানমারে প্রথমবারের মতো বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটায় এবং অং সান সু চির মতো বেসামরিক নেতাদের আটক করে। বাইডেন প্রশাসনও আরও ব্যাপক পরিসরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। মিয়ানমারের এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের আগে সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নির্বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়। ২০১৯ সালে সেনাপ্রধানসহ অন্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে দেশটিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জারি রাখার ব্যাপারে আগ্রহ হারায় সামরিক নেতৃত্ব। নিষেধাজ্ঞা জারির দেড় বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বেসামরিক সরকারের পতন ঘটায় সামরিক নেতৃত্ব। পশ্চিমা নীতিনির্ধারকদের মনে রাখা জরুরি যে আলাদাভাবে বিদেশি কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাটার একধরনের প্রতীকী গুরুত্ব আছে। কিন্তু এই উদ্যোগ মার্কিন কূটনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অযাচিত ঘটনার জন্ম দেয়। সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ মিয়ানমারের একমাত্র কার্যকর প্রতিষ্ঠান হলো দেশটির সেনাবাহিনী। এই বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদে যোগাযোগের যে অনুপস্থিতি, তা দেশটির প্রতি মার্কিনিদের নীতির একটা দুর্বলতা। এই সীমাবদ্ধতার দরুন সু চি পশ্চিমা মানসে রীতিমতো 'সন্ত' হিসেবে বিবেচিত হন। ব্যাপক প্রশংসিত এই নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর সম্মান ক্ষুণ্ন হয় গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মিয়ানমারের পাশে দাঁড়ানোয়। মিয়ানমারে চীনের এই দ্রুত বর্ধনশীল উপস্থিতি আমেরিকার জন্য কৌশলগত ক্ষতি। কৌশলগতভাবে অবস্থান বিবেচনা করলে, মিয়ানমারকে আমেরিকার ইন্দোপ্যাসিফিক পরিকল্পনার অংশ করা যেতে পারে। এ জন্য সামরিক জান্তার ইতিবাচক কিছু উদ্যোগের বিপরীতে ধীরে ধীরে নিষেধাজ্ঞা সহজ করা যেতে পারে। এখন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে দেশটির রাজনৈতিক অগ্রগতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব রাখার সুযোগ খুবই সামান্য। উল্টো তাদের মিত্ররা নিষেধাজ্ঞার পরিসর আরও বাড়িয়েছে। মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধকারীদের প্রতিও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই লক্ষ্যে ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্টে যুক্তরাষ্ট্র নতুন একটি বিধান যুক্ত করেছে। এতে করে তারা সরকারবিরোধী সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে প্রাণঘাতী নয়, এমন সহযোগিতা করতে পারবে।

জানা অজানা

রামকৃষ্ণদেব এ যুগের বিস্ময়

সুনীল কুমার দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময় ,কেউ তাকে কালিমন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ মনে করেন,কেউ একজন পাগল ঠাকুর মনে করেন,কেউ একজন উঁচু ধরনের সাধু মনে করেন,কেউ একজন মা কালীর সাধক মনে করেন,কেউ একজন সিদ্ধ পুরুষ মনে করেন,কেউ একজন মহাপুরুষ মনে করেন,কেউ একজন অবতার বলে মনে করেন,কেউ আবার তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে মনে করেন,যে যেভাবে তাকে দেখেছে ও বুঝেছে সে সেইভাবে তাঁকে বর্ননা করেছেন।তিনি আবার হিন্দুর কাছে হিন্দু,মুসলমানের কাছে মুসলমান, ক্রিস্টানের কাছে ক্রিস্টান,বৈষ্ণবের কাছে বৈষ্ণব,শাক্তের কাছে শাক্ত, শৈবের কাছে শৈব,বেদান্ত বাদীদের কাছে বৈদান্তিক আদি ।ঠাকুরের কাছে সকল ধর্মের মানুষ আসতেন আর সবাই মনে করতেন রামকৃষ্ণ ঠাকুর আমাদের দলের লোক।ঠাকুর কারো ভাব নষ্ট করতেন না,সকল ধর্ম কে মানতেন,সকল ধর্মের মানুষ কে ভালোবাসতেন,কাউকে ঘৃণা করতেন না।ঠাকুর কোনো মতবাদের জন্ম দেন নি,কোনো ইজমের জন্ম দেন নি,গুরু গিরি করেন নি,কোনো লোকদেখানি ভণ্ডামি করেন নি,কোনো মিরাকল দেখান নি,তিনি নাস্তিক কে আস্তিক করেছেন,পাপী তাপিকে উদ্ধার করেছেন,অভক্ত কে ভক্ত করেছেন,তিনি মানুষ কে বিশ্বাস,ভালোবাসা ও আশা দিয়েছেন,ভগবান কে আপন জন বলে তাঁকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।তাই ঠাকুর কে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে,ভগবান বলে পুজো করতে ইচ্ছে করে। সত্যি রামকৃষ্ণ দেব এ যুগের বিশ্বয়।

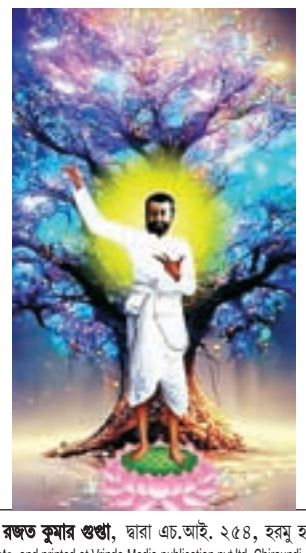

রামকৃষ্ণদেব ধার্মিক একতার প্রতীক ঃ বাদল মামা

মাতাজী আশ্রম হাতা দ্বারা আয়োজিত আঠ দিবসিয় রামকৃষ্ণ কথামৃতের দ্বিতীয় দিন বিগত ৮ জুলাই জাম্বণীর রাধা গোবিন্দ মন্দিরে আয়োজিত হলো।আয়োজন করলেন জাম্বনীর পল্লী মঙ্গল ক্লাব।সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও আরতি হলো।তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে কথামৃত উদ্দেশ্যের উপর আলোক পাত করলেন।তারপর ভক্তি গীতি হলো যেখানে সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ,তড়িৎ মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,লোচনা মণ্ডল,শৈলেন মাহাতো ও মাতাজী আশ্রমের ভক্ত মহিলারা ভাগ নিলেন।তারপর বাদল মামা রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন,,, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধার্মিক একতার প্রতীক।তিনি সকল ধর্ম কে,পথ ও মত কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।তাঁর উদার ধর্ম কথা যদি মানুষ শুনতো তাহলে পৃথিবীতে ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে ঝগড়া ঝাটি ও রক্তপাত হতো না।তারপর লোচনা মণ্ডল মায়ের জীবনী ও মিঠুন সাহু স্বামীজীর জীবনী পাঠ করে শুনালেন।এই অবসরে আনন্দ রাম মাহাতো,হরগৌরি মাহাতো,সুজতা মরল, হিরণ মাহাতো ঠাকুর ও মায়ের কথা শুনালেন।সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন ও হরিলুট করা হলো।ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বিভীষণ মাহাতো।অনুষ্ঠানের শেষে প্রসাদ বিতরন করা হলো।এই উপলক্ষে মোহিতোষ মণ্ডল,রাজকুমার সাহু,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,বীরেন মণ্ডল,সঞ্জয় সাহু,ভানু রানা,অঞ্জলি মণ্ডল,ঝর্ণা সাহু,সাবিত্রী গোপ,সনাতন মাহাতো,হীরণ মাহাতো,রাজেশ মাহাতো,লক্ষিন্দর মাহাতো,স্বপন লোচনা আদি বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

কৃষকরা যেন জালিয়াতির শিকার না হন

বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC চলছে । কিন্তু এ বিষয়েও সকল কৃষক কে সতর্ক থাকতে হবে । আপনাদের একটা আঙ্গুলের ছাপ বা মোবাইল OTP দ্বারা চলে যেতে পারে ব্যাঙ্কে জমানো টাকা । সুতরাং অজানা অচেনা কোনো ব্যক্তির কাছে e KYC করবেন না । আপনার নিকটবর্তী পরিচিত কোনো CSC সেন্টার বা তথ্যমিত্র কেন্দ্রে গিয়ে e KYC করুন এবং সাথে সাথে রসিদ নেবেন । বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা অনেক ব্যক্তি বা ছেলেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কাজ করছে , এদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে কৃষকদের, e KYC নামে উঠিয়ে নিতে পারে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমানো টাকা । দরকার হলে এলাকার শিক্ষিত কোনো মানুষের কাছে গিয়ে সেই এলাকায় কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিস সেন্টার সঞ্চালক কে আছেন সেটাও যাচাই করে নিতে হবে । কারণ কেন্দ্র সরকারের এই e KYC করার একমাত্র লক্ষ্য হল জালিয়াতের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানো ও সঠিক কৃষককে তার সঠিক প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়া । সুতরাং সকল কৃষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেখানে সেখানে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC করে নিজেকে পিপদে ফেলবেননা। শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিসেস সেন্টারে গিয়েই e KYC করান ও নিজেকে জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচান ।

মহম্মদ ওয়াশিম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সম্পন্ন

মিত্র জোটের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে দলীয় কর্মকর্তাদের সক্রিয় হওয়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নবম বর্ষপূর্তি এবং আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে বিজেপির অসম রাজ্য কমিটি। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জন সম্পর্ক অভিযান সফলভাবে সমাপনের পাশাপাশি আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ঘিরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে মিত্র জোটের নেতাদের সঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি দলীয় কর্মকর্তাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্প গুলির প্রচার সম্পর্কে সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় ভরা আহ্বান জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজের ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যেহেতু কার্যকর্তারা দলের নীতি এবং আদর্শের বাহক। ফলে দেশ নির্মাণের স্বার্থে দলীয় কার্যকর্তাদের নিঃস্বার্থ মনোভাবের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সারা দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলে আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি আগের তুলনায় অধিক আসন লাভ করে বিজয় সাব্যস্ত করতে সক্ষম হবে। রাজ্য জেলা তথা মন্ডল পর্যায়ের প্রত্যেক কর্মকর্তাদের টিফিন বৈঠকের মাধ্যমে অন্তরঙ্গ আলাপে মিলিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আসন্ন নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক কার্যকর্তা সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার গ্রহণ করা জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে শনিবার সভাপতি ভবেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফনিন্দ্রনাথ শর্মার উপস্থিতিতে দিনব্যাপী কার্যসূচির মাধ্যমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি ভবেশ কলিতার সভাপতিত্বে আযোজিত রাজ্য পদাধিকারী সভায় দলের আগন্তুক কার্যসূচির সঙ্গে মহাজন সম্পর্ক অভিযান নিয়ে পর্যালোচনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা সভার পরেই বিজেপি অসম প্রদেশের ৩৯ টি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি, জেলা প্রভারী ও সহ প্রভারীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এরপর রাজ্য বিজেপির আটটি মোর্চার পদাধিকারীদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের দিন ব্যাপী সভায় রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দ্বয় দিপ্পু রঞ্জন শর্মা, পুলক গোহাই, সাংসদ পল্লব লোচন দাস ছাড়াও রাজ্যের পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

জার্মানিতে স্থায়ী হতে ছয় মাসে অর্ধ লক্ষ আবেদন

বার্লিন ঃ স্বল্পমেয়াদে বসবাসের অনুমতি থাকা অভিবাসীদের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পাওয়ার বিধান যুক্ত করে আইন কিছুটা শিথিল করেছে জার্মানি। সরকারের এমন ঘোষণার ছয় মাসের মধ্যে অন্তত ৪৯ হাজার অভিবাসী অপরচুনিটি রেসিডেন্টস অ্যাক্টের আওতায় আবেদন জমা দিয়েছেন। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই সুযোগটি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জার্মানি। যা জার্মান ভাষায় চান্সেনআফেন্টহাল্টসরেখট নামে পরিচিত। এই সুযোগে অন্তত ৪৯ হাজার অভিবাসী নতুন করে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবেদন জমা দিয়েছেন। ইন্টিগ্রেশন মিডিয়া সার্ভিসের এক সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে।এখন পর্যন্ত যাচাইবাছাই করে ১৭ হাজার আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে দুই হাজার ১০০টি। জার্মান বার্তা সংস্থা ডিপিএ জানিয়েছে, আরো অভিবাসন সংক্রান্ত আইন সংস্কারের ফলে চাপের মুখে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। যার কারণে এসব আবেদন নিস্পত্তি করতে সময় লাগছে অনেক। এই আইনের অধীনে অন্তত ৯৮ হাজার মানুষ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবদেন জমা দেবে বলে ধারণা করছে কর্তৃপক্ষ। তবে সবদিক বিশ্লেষণ করে ৩৩ হাজার মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাবেন বলেও আশা করা হচ্ছে। ডুলডুং বা অস্থায়ীভাবে কিছুদিন জার্মানিতে অবস্থানের অনুমতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যারা ২০১৭ সালের ৩১ অক্টোবরের আগে এসেছেন, তারা এই আইনের আওতায় দেড় বছরের ভিসা পাওয়ার যোগ্য। এই দেড় বছর তারা আইনি মর্যাদার পাওয়ার পাশাপাশি শ্রমবাজারেও যুক্ত হতে পারবেন। দেড় বছর পর আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, জার্মান ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান আছে এবং পরিচয়ের প্রমাণ তুলে ধরতে পারবেন যারা, তাদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতির চেয়ে আবেদনের সুযোগ দেয়া হবে। তবে, আবেদনটি ১৮ মাস শেষ হবার আগেই করতে হবে। যারা জার্মানিতে অপরাধ করে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের পরিচয় সম্পর্কে দুই বা ততোধিকবার মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন, তাদেরকে কোনোভাবেই বসবাসের অনুমতি দেয়া হবে না। এই আইনের কারণে কিছু অভিবাসী এবং উদ্বাস্তুদের বসবাসের সুযোগ সীমিত হয়ে আসবে বলে শঙ্কা করছে অভিবাসী অধিকার সংস্থাগুলো। তাই আইনের এ দিকটা নিয়ে সমালোচনা করেছেন তারা। তাদের দাবি, অনেক ছোটোখাট অপরাধ করে যারা দোষী প্রমাণিত হয়েছেন, কিংবা যাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রমাণে প্রয়োজনীয় নথি নেই, তারা এই আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এই আইনের অধীনে বসবাসের অনুমতি তিন বছর বাড়ানো উচিত বলেও দাবি করেছে অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলো।তারা বলছে, এটি হলে মানুষ জার্মানিতে তাদের জীবন এবং ভবিষ্যত নির্ধারণে যথেষ্ট সময় পাবেন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২২ সালের শেষে এসে জার্মানিতে ডুলডুং স্ট্যাটাস নিয়ে অবস্থান করছিলেন দুই লাখ ৪৮ হাজার মানুষ। এদের মধ্যে এক লাখ ৩৭ হাজার মানুষ গত পাঁচ বছর ধরে জার্মানিতে বসবাস করছেন। ফলে এদের মধ্যে যারা যোগ্য, তারাই নতুন করে আবেদন জমা দিয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বসবাসের অনুমতি চেয়ে করা আবেদনকারীর সংখ্যা রাজ্য অনুযায়ী ভিন্ন। বার্লিন এবং বাভারিয়াতে যোগ্যদের মধ্যে প্রায় ৫৮ শতাংশ আবেদন জমা দিয়েছেন। কিন্তু জার্মানির সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য নর্থ রাইনভেস্টফালিয়ায় আবেদনের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, আবেদন প্রত্যাখানের হারও অনেকটাই কম।

ন্যাটোর 'স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন' আমন্ত্রণ চায় ইউক্রেন

বার্লিন ঃ জার্মানিতে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তার দেশ চায়, সামরিক জোটে যাতে কোনোরকম অস্পষ্টতা না থাকে। এদিকে, আগামী সপ্তাহে ন্যাটো সম্মেলনের আগে ইউরোপ সফর করবেন বাইডেন। ন্যাটো সদস্য দেশগুলো তাদের বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাশিয়ার আগ্রাসন শেষ হলে নিজেদের চূড়ান্ত সদস্যপদ নিয়ে সামরিক জোট থেকে স্পষ্ট অঙ্গীকারের জন্য চাপ অব্যাহত রেখেছে ইউক্রেন। জার্মানির ডিপিএ বার্তা সংস্থাকে জার্মানিতে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ওলেক্সি মাকেইয়েভ ন্যাটোকে এই বিষয়ে অস্পষ্টতার অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন। তার কথা, ''ভিলনিয়াসে শীর্ষ সম্মেলনে, আমরা ন্যাটোতে যোগদানের জন্য একটি স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন আমন্ত্রণ এবং নির্দেশনা আশা করি।'' ২০০৮ সালে বুখারেস্টে ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের সময় যে ভুল হয়েছিলো, তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, এমনটাই বলেন মাকেইয়েভ। শীর্ষ সম্মেলনের সময়, জোট যখন কিইভের সদস্যপদ আকাঙ্ক্ষাকে স্বাগত জানায়, তখন জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা মের্কেল জোটে দেশটির দ্রুত যোগদানের বিরোধিতা করেন। তিনি ডিপিএকে বলেন, ''যদি ইউক্রেন ইতিমধ্যে ২০১৪ সালে ন্যাটোর সদস্য হয়ে যেতো, তাহলে ক্রিমিয়ান সংযুক্তিকরণ, ডনবাসের যুদ্ধ, রাশিয়ার এই আগ্রাসন থেকে যুদ্ধ এসব কিছুই হতো না। ইউরোপের বিরুদ্ধে রুশ আগ্রাসন বন্ধ করার একমাত্র উপায় হল ২০২৩ সালের ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন থেকে একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়া।'' ন্যাটো প্রধান জেনস স্টলটেনবার্গ ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, লিথুয়ানিয়ার রাজধানীতে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে কিয়েভকে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হবে না। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, ভাগনার বিদ্রোহ রুশ সংবাদমাধ্যমকে চমকে দিয়েছে। মন্ত্রণালয় বলেছে, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া তিনটি পর্যায়ে এসেছিল। ''প্রাথমিকভাবে, তারা অবাক এবং অপ্রস্তুত ছিলো। তা সত্ত্বেও রাশিয়ান টিভি তার স্বাভাবিক সময়সূচি বজায় রেখেছে।'' একবার বিদ্রোহ শেষ হয়ে গেলে, রাশিয়ান মিডিয়া নিরাপত্তা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত দাবিগুলি 'ঠিক' করার চেষ্টা করেছিল। একই সঙ্গে তারা প্রচার করেছিল, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন 'রক্তপাত এড়িয়ে বিদ্রোহকে ব্যর্থ করে জয়ী হয়েছেন।' ব্রিটিশ মন্ত্রকের মতে, তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়টি এক সপ্তাহ পরে আসে। এতে প্রিগোঝিনের তাৎপর্য, তার বিদ্রোহের তাৎপর্যকে খাটো করা হয়। প্রিগোঝিনের খ্যাতিকেও কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল সংবাদমাধ্যমগুলি। ভাগনারের টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলির নীরবতাও উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে এটি আচমকাই ঘটেছিল বলে দাবি করেছে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রণালয়। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা ন্যাটো সদস্যদের তাদের শীর্ষ সম্মেলনের সময় ইউক্রেনের ঝাপোরিজঝিয়া পারমাণবিক কেন্দ্র নিয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। জাখারোভা ইউক্রেনকে প্লান্টের 'পরিকল্পিতভাবে ক্ষতির জন্য' অভিযুক্ত করেছেন। তিনি ওই প্লান্টে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে। মঙ্গলবার লিথুয়ানিয়ায় শুরু হতে যাওয়া ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনের আগে রোববার ইউরোপে সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

লাখ লাখ নাগরিকের তথ্য ফাঁসের পরিণতি কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের লাখ লাখ নাগরিকের ব্যক্তিগত ফাঁস হওয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক দাবি করেছেন কেউ হ্যাক করেনি, সরকারি একটি ওয়েব সাইটের কারিগরি দুর্বলতার কারণে এমন ঘটেছে।

ওই ওয়েবসাইটের নাম তিনি প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশের এখন সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ১৭১টি ওয়েবসাইট জাতীয় পরিচয় পত্রের(এনাইডি) সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত। তথ্য ফাঁস হওয়া নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম(সিআইআরটি)। এই টিমের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান ডয়চে ভেলেকে জানান, একটি সরকারি সাইট থেকে তথ্য ফাঁস হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। এটা জাতীয় পরিচয় পত্রের সার্ভার থেকে হয়নি। আমরা এরই মধ্যে ওই সাইটের ত্রুটি ঠিক করেছি। তবে কত নাগরিকের তথ্য ফাঁস হয়েছে তারা তা এখনো জানতে পারেননি।

কিন্তু বিশ্লেষকেরা বলছেন, যেভাবেইনাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হোক না কেন এতে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি ব্যবস্থার দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। এই তথ্য এখন নানা অপরাধসহ এমনসব কাজে ব্যবহার হতে পারে যাতে নাগরিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দক্ষিণ আফ্রিকাভিত্তিক আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান বিটক্র্যাক সাইবার সিকিউরিটির গবেষক ভিক্টর মার্কোপাওলোস নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের ঘটনা জানান, যা বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো শনিবার প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সরকারও রবিবার ফাঁসের ঘটনা স্বীকার করেছে। মার্কোপাওলোস বলেছেন, গত ২৭ জুন হঠাৎ করেই তিনি ফাঁস হওয়া তথ্যগুলো দেখতে পান। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার ভাষ্যমতে, বাংলাদেশের লাখ লাখ নাগরিকের তথ্য ফাঁস হয়েছে।বাংলাদেশ সরকারের একটি ওয়েবসাইট থেকে নাগরিকের নাম, ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা এবং জাতীয় পরিচিতি নম্বরসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

এই ফাঁস হওয়ার বিষয়টি সত্যতা যাচাই করেছেযুক্তরাষ্ট্রের তথ্যপ্রযুক্তির অনলাইন সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চ। তারা বাংলাদেশের একটি সরকারি ওয়েবসাইটের একটি 'পাবলিক সার্চ টুলে' প্রশ্ন করার অংশটি ব্যবহার করে এ পরীক্ষা চালিয়েছে। এতে ফাঁস হওয়া ডেটাবেজের মধ্যে থাকা অন্য তথ্যগুলোও ওই ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে। যেমন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা ব্যক্তির নাম, কারও কারও বাবামায়ের নাম পাওয়া গেছে।

তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ররিবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ওয়েবসাইটি থেকে কয়েক লাখ মানুষের তথ্য ফাঁস হয়েছে মূলত কারিগরি দুর্বলতার কারণে।

ওয়েবসাইটটি কেউ হ্যাক করেনি। আমরা দেখেছি কারিগরি ত্রুটি ছিলো। যে কারণে তথ্যগুলো উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।'' তবে তিনি কোন ওয়েবসাইট থেকে ফাঁস হয়েছে তা প্রকাশ করেননি।

প্রতিমন্ত্রী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাইবার নিরাপত্তায় দুর্বলতার কথা স্বীকার করে বলেন, গত বছরের অক্টোবরে ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইমেইল করা হয়। দুঃখজনকভাবে কেউ কেউ জবাব দেয় না, নির্দেশনা অনুসরণ করে না। টেকক্রাঞ্চও সরকারি ওই প্রতিষ্ঠানটির নাম জানায়নি।

বাংলাদেশে সাইবার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ কম্পিউউটার কাউন্সিলের বিজিডি ইগভ সিআইআরটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ,তথ্য ফাঁসের বিষয়ে কাজ করছে কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম(সিআইআরটি) এই তথ্য ফাঁসের ব্যাপকতা এবং এর প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে ব্যাপক মাত্রায় কাজ করা হচ্ছে।

আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, কেউ যদি এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, যেভাবেই নাগরিকদের তথ্য ফাঁস হোক দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি যে ১৭১টি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সার্ভারে যুক্ত আছে তারা ওই সার্ভার থেকে তথ্য পায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে সাইট থেকে তথ্য ফাঁস হয়েছে সেটি ডট গভ ডট বিডি ডোমেইনের একটি সাইট। আর কয়েক কোটি নাগরিকের তথ্য আছে সেরকম সরকারি সাইটগুলো হলো জন্ম নিবন্ধন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সাইটগুলো। সরকারের তথ্য বাতায়নের আওতায় এখন প্রায় ৩৪ হাজার ওয়েবসাইট আছে। এর বাইরে আরো প্রায় পাঁচ হাজার সরকারি ওয়েবসাইট আছে। এসব ওয়েবসাইটের অধিকাংশই সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে এটুআই প্রকল্পের অধীনে তৈরি। জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পের মহাপরিচালক হুমায়ুন কবির বলেন, আমাদের সঙ্গে যে ১৭১টি প্রতিষ্ঠানের চুক্তি আছে তা চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য পান। আমাদের সার্ভার থেকে কোনো তথ্য ফাঁস হয়নি। আমাদের সার্ভারের নিরাপত্তা অনেক ভালো। তারপরও আমরা চেক করে দেখেছি। আমরা কোনো অস্বাভাবিক হিট পাইনি। আমাদের টিম কাজ করছে। নিরাপত্তা বাড়ানোর আরো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গে যাদের চুক্তি তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও আমাদের কিছু নীতি আছে। সেটা মানতে হয়। সেটা ঠিক আছে কি না তা আমরা পরীক্ষা করি। তাদের ব্যাপারেও আমরা কাজ করছি। বাংলাদেশে প্রায় ১৩ কোটি নাগরিকের এনআইডি আছে।

তথ্য প্রযুক্তিবিদ ও ফাইবার অ্যাট হোমের টিফ টেকনোলজিঅফিসার সুমন আহমেদ সাবির বলেন, যেসব সরকারি সাইট নাগরিকদের তথ্য নেয় অথবা যাদের এনআইডির সার্ভারের তথ্য ব্যবহারের অনুমতি আছে তাদের যে ধরনের সাইবার নিরাপত্তা থাকা দরকার তা নেই। হ্যাকিং হোক আর যে কারণেই হোক বাস্তবতা হচ্ছে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য বাইরে চলে গেছে। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। এর ভেতরে এনআইডি নাম্বার এবং তার তথ্য আছে। এখন এটা যদি কেউ অপব্যবহার করে তাহলে সে তার নিরাপত্তা এবং আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। তার পরিচিতি ব্যবহার করে অন্য কেউ অপরাধ করতে পারে। তার ব্যাংক একাউঃট হ্যাক হতে পারে। আরো অনেক কিছু হতে পারে।

তার কথায়,এখন আর নতুন করে তথ্য ফাঁস বন্ধ করা হলেও যে তথ্য বাইরে চলে গেছে তার কী হবে? এখন তদন্ত করে দেখতে হবে কেউ এটা ব্যবহার করছে কি না। আর সুনির্দিষ্টভাবে বের করতে হবে যে কার কার তথ্য ফাঁস হয়েছে। সেটা বের করে তাদের তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য নানা ব্যবস্থা আছে। তিনি বলেন, এনআইডি সার্ভারে যাদের অ্যাকসেস আছে তাদের নিরাপত্তার অবহেলা কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায়না। আর তথ্য প্রযুক্তিবিদ তানভীর জোহা বলেন, এর আগেও আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্ভার হ্যাক করে রিজার্ভ চুরির ঘটনা দেখেছি। এবারের ঘটনায় এরইমধ্যে নাগরিকরা ক্ষতির মুখে পড়েছে কী না তা আমরা জানিনা। তবে ক্ষতির মুখে পড়ার অনেক আশঙ্কা আছে। কারণ লাখ লাখ নাগরিকের তথ্য তো উন্মুক্ত ছিলো। সেই তথ্য কারা কীভাবে কাজে লাগবে তা নিয়ে আশঙ্কা আছে। তানজীরের কথায়, এর আগে আমরা দেখেছি রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে এনআইডির সার্ভারে ডাটা ইনজেক্ট করে জাতীয় পরিচয় পত্র দেয়া হয়েছে। এটা নিয়ে কোনো তদন্ত বা শাস্তির খবর আমরা পাইনি। এনআইডি সার্ভারের সঙ্গে ১৭১টি সাইট যুক্ত। তাদের নিরাপত্তা কেমন? তাদের মাধ্যমে এনআইডির তথ্য বাইরে যাচ্ছে কি না তাও তদন্ত করে দেখা দরকার।

এবারও হেডিংলি ইংল্যান্ডের, নায়ক এবার ব্রুক

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ বেন স্টোকসের ম্যাচ। চার বছর আগে অ্যাশেজের হেডিংলি টেস্টটাকে হয়তো এর চেয়ে ভালোভাবে আর বর্ণনা করা যায় না! ১৩৫ রানের মহাকাব্যিক এক ইনিংস খেলেই যে ৩৫৯ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে ইংল্যান্ডকে জিতিয়েছিলেন স্টোকস।

চার বছর আগের সেই ম্যাচের প্রেক্ষাপট অবশ্য এবারের মতো অতটা কঠিন ছিল না ইংল্যান্ডের জন্য। সিরিজের তৃতীয় সেই ম্যাচটি জিতে সমতা ফিরিয়েছিল ইংল্যান্ড। এবার যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থাতেই হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্ট খেলতে গেছে ইংলিশরা। ম্যাচ হারলেই অ্যাশেজ আবারও অস্ট্রেলিয়ার, এমন সমীকরণ নিয়েই খেলতে নামতে হয়েছে স্টোকসদের।

সেই পরীক্ষায় পাস করেছে ইংল্যান্ড। এবারও চতুর্থ ইনিংসে রান তাড়ায় জিতল স্বাগতিকেরা। এবারের জয়টিও সহজে আসেনি। চার বছর আগে ১ উইকেটে জেতা দলটি এবার হেডিংলি জয় করেছে ৩ উইকেটে।

২৫১ রানের লক্ষ্যে ছুটতে গিয়ে ১৬১ রানেই ষষ্ঠ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। এরপর সেখান থেকেই নায়ক হলেন ইংলিশ 'বাজবল' বিপ্লবের অন্যতম সারথি হ্যারি ব্রুক। তবে চার বছর আগের স্টোকসের মতো দলকে জিতিয়ে ফিরতে পারেনি। ৯৩ বলে ৯ চারে ৭৫ রান করা ব্রুক ফিরেছেন জয় থেকে ২১ রানের দূরত্বে মিচেল স্টার্কের শর্ট বলে মিড অফে প্যাট কামিন্সকে ক্যাচ দিয়ে।

সহজ হয়ে ওঠা ম্যাচটিই যেন আবার কঠিন হয়ে গেল ইংল্যান্ডের জন্য। হাতে যে উইকেট মাত্র ৩টি। নতুন ব্যাটসম্যান মার্ক উড অবশ্য ঘাবড়ালেন না। প্রথম ইনিংসের মতোই এবারও মেরে খেলতে শুরু করে ৮ বলে করে ফেললেন ১৬ রান। তাতে চাপটাপ সব উড়ে গেল। তুলির শেষ আঁচড়টা অবশ্য দিলেন ক্রিস ওকস। স্টার্কের বলে দারুণ এক চার মেরেই দলকে জেতালেন। তাতে সিরিজের উত্তেজনা টিকে রইল। টিকে রইল বেন স্টোকসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাও। ০-২ থেকে ১-২, ইংল্যান্ড তো ৩-২ এর স্বপ্ন দেখতেই পারে।

ইংলিশরা সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পেয়েছিল ২৫১ রানের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের সঙ্গে দূরত্বটা গতকালই ২২৪ রানে নামিয়ে এনেছিলেন ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। ৫ ওভারেই ২৭ রান তুলে ফেলছিলেন তাঁরা। আজ সকালে আরও ১৫ রান যোগ করার পরই বিচ্ছিন্ন হন ক্রলি ও ডাকেট। লেংথ বলের লাইন মিস করেন ডাকেট। বলটা প্যাডে লাগতেই স্টার্কের আবেদন, আর তাতে সাড়া দিতে দেরি করেননি আম্পায়ার। তবে ৩১ বলে ২৩ রান করা ডাকেটও দেরি করেননি রিভিউ নিতে। তাতে একটি রিভিউ খোয়ানো ছাড়া আর কিছুই পাননি ইংলিশ ওপেনার।

ইংলিশরা এরপর নামিয়ে দেয় অলরাউন্ডার মঈন আলীকে। ৫ রানের বেশি অবশ্য করতে পারেননি ২০১৮ সালের পর টেস্ট প্রথমবার ব্যাটিংক্রমের শীর্ষ পাঁচে নামা মঈন। স্টার্কের আরেকটি সোজা বলে বোল্ড হয়ে যান স্টোকসের অনুরোধে এবারের অ্যাশেজেই আবার টেস্ট দলে ফেরা মঈন।

জোড়া উইকেট হারালেও জো রুটকে নিয়ে জ্যাক ক্রলি ভালোই এগোচ্ছিলেন। ২০তম ওভারের চতুর্থ বলে মিচেল স্টার্ককে দারুণ এক কাভার ড্রাইভে চার মেরে ৪৪'এ পৌঁছে যাওয়া ক্রলি পরের বলেও কাভার ড্রাইভ করতে যান। এবার টাইমিংয়ের গড়বড়ে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির হাতে ক্যাচটাই শুধু দিতে পারেন ক্রলি।

এরপর রুটও ড্রেসিংরুমে ফেরেন বাজে শট খেলে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে উইকেট উপহার দিয়ে। পুল করতে গিয়ে উইকেটকিপারকে ক্যাচ দেন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক। টেস্টে এ নিয়ে ১১ বার কামিন্সের শিকার হলেন রুট। ১৩৩ ম্যাচের ক্যারিয়ারে অন্য কোনো বোলারের হাতে আটবারের বেশি 'জীবন' দেননি রুট। চার বছর আগে হেডিংলিতে লোকগাথার অংশ হওয়া সেই রান তাড়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৭ রান করা রুট আজ করেছেন ২১ রান।

টেস্ট ইতিহাসের অন্যতম সফল সেই রান তাড়ার নায়ক বেন স্টোকসও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। স্টার্কের নিরীহ এক বলে উইকেটকিপারকে ক্যাচ দিয়ে যখন ফিরলেন স্টোকস ইংল্যান্ডের রান ১৬১, ইংলিশ অধিনায়কের ১৩। আর ১০ রান পর জনি বেয়ারস্টো যখন স্টার্কের বলেই বোল্ড হলেন, মনে হচ্ছিল আজ আর ফিরছে না ২০১৯। কিন্তু হ্যারি ব্রুক যে ছিলেন। চাপে পিষ্ট না হয়ে পাল্টা আক্রমণকে বেছে নিয়েই দলকে জয়ের পথ দেখালেন। আর তাতে সিরিজে টিকে রইল তাঁর দল। চতুর্থ ম্যাচটিও জিতে ইংল্যান্ড সমতা ফেরাতে পারবে কি না সেই লড়াই দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আরও ১০ দিন। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচটা যে শুরু হবে ১৯ জুলাই।

কেইনের জন্য টাকার অঙ্ক বাড়াল বায়ার্ন

প্যারিস ঃ মৌসুম শেষ হওয়ার আগে থেকে হ্যারি কেইনের দলবদল নিয়ে শোনা যাচ্ছিল গুঞ্জন। সে সময় তাঁর রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার গুঞ্জনটাই চাউর হয়েছিল বেশি। এমনকি দুই পক্ষের আলোচনাও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়।

করিম বেনজেমা রিয়াল ছেড়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদে যাওয়ার পর কেইনের রিয়ালে যাওয়ার সম্ভবনা আরও বাড়ে। গুঞ্জনের মধ্যেই কেইনকে নিয়ে আগ্রহীদের তালিকায় যুক্ত হয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও বায়ার্ন মিউনিখ।

তবে বাকিদের পেছনে ফেলে কেইনকে কেনার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে যায় বায়ার্ন। শুরুতে তারা কেইনের জন্য ৭ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এ দামে বনিবনা না হওয়ায় অঙ্কটা বাড়িয়ে এখন ৮ কোটি ইউরো করা হয়েছে বলে জানিয়েছে একাধিক ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যম। মে মাসের শেষ দিকেই মূলত কেইনের ব্যাপারে বায়ার্নের আগ্রহের খবর সামনে আসে। গত মৌসুমে রবার্ট লেভানডফস্কি বার্সেলোনায় যাওয়ার পর থেকেই তাঁর অভাব বুঝতে পারছে বায়ার্ন। সাদিও মানেকে লিভারপুল থেকে নিয়ে এলেও গত মৌসুমে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তা ছাড়া লেভার ও মানের খেলার ধরন বেশ আলাদা ছিল। তাই বায়ার্ন চাইছে আগামী মৌসুমে নিজেদের স্কোরিং শক্তি বাড়াতে। সে কারণে কেইনের প্রতি এত আগ্রহ জার্মান ক্লাবটির। কেইন নিজেও নাকি বায়ার্নে আসার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছেন।

এর আগে টটনেহাম ছেড়ে কেইনের অন্য কোনো ইংলিশ ক্লাবে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন অনেকে। তবে কেইনকে কোনো ইংলিশ ক্লাবে বিক্রি না করার ব্যাপারে টটেনহামের অনড় অবস্থানের কারণে এ লড়াই থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে ইউনাইটেড। অন্যদিকে রিয়াল নতুন করে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে। এ পরিস্থিতিই মূলত বায়ার্নকে কেইনের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। পাশাপাশি এই এবারের দলবদলে ইংলিশ স্ট্রাইকারকে নিয়ে আসা বায়ার্ন কোচ টমাস টুখেলের এক নম্বর অগ্রাধিকারও বটে।

শোনা যাচ্ছে, কেইন ও টুখেল দুজনই নাকি বায়ার্নের হয়ে জুটি গড়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তবে এ প্রচেষ্টা সফল হতে হলে দুই পক্ষকে পেরোতে হবে টটেনহাম বাধা। এরই মধ্যে বায়ার্নের প্রথম প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে লন্ডনের ক্লাবটি। কারণ, আরও এক মৌসুম তারা কেইনকে ধরে রাখতে চায়। কেইনের জন্য বায়ার্ন টাকার অঙ্ক বাড়ানোয় শেষ পর্যন্ত কী ঘটে, তা জানতে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা

নেদারল্যান্ডস ঃ আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এই ম্যাচে জয় জরুরি ছিল না। কিন্তু সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে বাছাইয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জানানোর চ্যালেঞ্জ ছিলই। ছিল বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে 'আমরা ভালো দল' আত্মবিশ্বাস নিয়ে যাওয়ার তাড়নাও। আজ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে দিয়ে সেটিই অর্জন করে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। হারারেতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ডাচদের ১২৮ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে দাসুন শানাকার দল। টানা আট ম্যাচ জিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েই বিশ্বকাপে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা।

গ্রুপ পর্ব ও সুপার সিক্সের ম্যাচগুলোর মতো ফাইনালেও শ্রীলঙ্কাকে এগিয়ে দিয়েছেন বোলাররা। প্রথমে ব্যাট করে ব্যাটসম্যানরা স্কোরবোর্ডে তুলেছিলেন ২৩৩ রান। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৭১ বলে ৫৭ রান করেন সাহান আরাচচিগের।

চারে নামা এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আজই প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাটিং করেছেন। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচে অভিষেক হলেও ব্যাটিং করা হয়নি। চতুর্থ উইকেটে আরাচচিগেকে ৭২ রানের জুটিতে সঙ্গ দেন কুশল মেন্ডিস, যাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫২ বলে ৪৩ রান। এ ছাড়া পাঁচে নামা চারিত আসালাঙ্কা করেন ৩৬ বলে ৩৬ রান।

২৩৪ রানের জয়ের লক্ষ্যে নেমে নেদারল্যান্ডস দাঁড়াতেই পারেনি। মূলত পঞ্চম ওভারে দলীয় ২৫ রানে বিক্রমজিৎ সিং আউট হওয়ার পর খেই হারাতে থাকে দলটি। ১২ ওভারের মধ্যে ৪৯ রান তুলতেই যায় ৬ উইকেট, শেষ পর্যন্ত ২৩.৩ ওভারে অলআউট ১০৫ রানে। ৩১ রানে চার উইকেট নেন মাহিশ তিকশানা। দিনশান মাদুশঙ্কা নেন ১৮ রানে ৩ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ

শ্রীলঙ্কা ঃ ৪৭.৫ ওভারে ২৩৩ (আরাচচিগে ৫৭, কুশল ৪৩, আশালঙ্কা ৩৬ ফন বিক ২/৪০, ক্লেইন ২/৪২)

নেদারল্যান্ডস ঃ ২৩.৩ ওভারে ১০৫ (ম্যাক্স ও'ডাউড ৩৩, ফন বিক ২০ তিকশানা ৪/৩১, মাদুশঙ্কা ৩/১৮)।

ফল ঃ শ্রীলঙ্কা ১২৮ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা ঃ দিলশান মাদুশঙ্কা।

শ্রীলংকায় যেভাবে কাঁঠাল খেয়ে বেঁচে আছে প্রচুর মানুষ

কলম্বো (ওয়েবডেস্ক)ঃ এক বছর আগে নয়ই জুলাই নজিরবিহীন অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিক্ষুব্ধ জনতার রোষের মুখে প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসা ক্ষমতাচ্যুত হবার পর দেশটি এখন দারিদ্রে ধুঁকছে। খাবার জোগাড়ে হিমশিম খাচ্ছে দেশটির বড় একটা জন গোষ্ঠি।

কাঁঠাল খেয়ে আমরা লাখ লাখ মানুষ প্রাণে বেঁচে আছি। অনাহারের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এই কাঁঠাল, বলছিলেন দিন মজুর তিন সন্তানের পিতা কারুপ্পাইয়া কুমার।

একসময় ফল হিসাবে সবচেয়ে অবজ্ঞা করা হতো যে কাঁঠালকে সেটাই এখন মানুষের প্রাণ রক্ষাকারী আহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৫ কেজি কাঁঠাল পাওয়া যায় প্রায় এক ডলার সমমূল্যে।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের আগে প্রতিটি মানুষের ভাত বা পাউরুটি কেনার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এখন খাবারের দাম এতটাই নাগালের বাইরে চলে গেছে যে বহু মানুষ প্রায় প্রতিদিন কাঁঠাল খেয়ে আছে, বলছিলেন ৪০ বছর বয়সী মি. কুমার।

শ্রীলংকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার অভাবে রয়েছে। এখন প্রতি দুটি পরিবারের মধ্যে একটিকে বাধ্য হয়ে তাদের আয়ের ৭০ এর বেশি ব্যয় করতে হচ্ছে খাবারদাবারের ওপর।

আগে আমরা তিন বেলা খেতাম। এখন খাচ্ছি দুবেলা। ১২ কেজি ওজনের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম গত বছর পর্যন্ত ছিল ৫ ডলার, বলছিলেন তিন সন্তানের মা নাদিকা পেরেরা।

সিলিন্ডারের দাম এখন দ্বিগুণের বেশি বেড়ে গেছে। ফলে এখন বাধ্য হয়ে পুরনো পদ্ধতিতে চুলা জ্বালিয়ে রাঁধতে হচ্ছে, চোখ মুছতে মুছতে বলছিলেন তিনি। নারকেলের খোলা দিয়ে চুলায় আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি চোখ জ্বালা করা বিষাক্ত ধোঁয়া তার চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

শ্রীলংকা তার ইতিহাসে নজিরবিহীন সবচেয়ে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত হয় ২০২২ সালে। দেশটির অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ায় এর পর থেকে মানুষের আয় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম লাগামহীনভাবে বেড়েছে।

সঙ্কটে বিপর্যস্ত দেশটিতে বিরামহীন বিদ্যুতের অভাব আর জ্বালানির মজুত ফুরিয়ে আসার পটভূমিতে যে তীব্র জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল তার জেরে জনগণ প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসার সরকারি বাসভবনে চড়াও হয় গত বছর ৯ই জুলাই। এরপর দেশ ছেড়ে পালান মি. রাজাপাকসা।

এরপর দেশটির সরকার দেনদরবার করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ থেকে ঋণ জোগাড় করতে সমর্থ হলেও দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে দারিদ্র দ্বিগুণ বেড়েছে।

স্বামী ও সন্তান নিয়ে নাদিকা থাকেন রাজধানী কলম্বোর ছোট একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে। সেখানে শোবার ঘর মাত্র দুখানা।

নাদিকা জাতীয় ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সাবেক প্রতিযোগী। কিন্তু তিনি অর্থের অভাবে রয়েছেন। ক্যারাম এশিয়ার জনপ্রিয় একটি খেলা।

কিন্তু ক্যারাম খেলায় রেফারি হয়ে তিনি যে অর্থ উর্পাজন করতেন তা এখন বন্ধ। তার স্বামী এখন জীবিকার তাগিদে ভাড়ার ট্যাক্সি চালান।

মাংস বা ডিম কেনার সঙ্গতি এখন আর আমাদের নেই। এসবের দাম বেড়ে গেছে ছয় গুণ। বাস ভাড়া এতটাই বেড়েছে যে আমরা প্রতিদিন বাচ্চাদের বাস ভাড়া জোগাতে পারছি না। ফলে প্রায়ই তাদের স্কুল কামাই করতে হচ্ছে। আমি প্রার্থনা করি যেন এক দিন রান্নার গ্যাস আর বিদ্যুতের বিল কমে আমাদের নাগালের মধ্যে আসে, বলেন নাদিকা।

মুদ্রাস্ফীতি জুন মাসে ১২এ নেমেছে ফেব্রুয়ারি মাসে তা ছিল ৫৪। তার পরেও পরিবারগুলোর আয় কমে যাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার।

বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি ও জনজীবন

রবার আর চা বাগানের সবুজে ঢাকা পাহাড়গুলোর মাঝখানে রত্নাপুরা শহর, কলম্বোর প্রায় ১০০ মাইল (১৬০ কিমি) দক্ষিণে। কারুপ্পাইয়া কুমার জীবিকার তাগিদে নারিকেল গাছে উঠে নারিকেল পাড়েন। প্রতিবার ওঠায় তার আয় হয় ২০০ শ্রীলংকান রুপি (৬৫ সেন্টের সম পরিমাণ)।

জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচও

টানতে হয়। কাজেই খাবার কেনার জন্য খুবই কম পয়সা হাতে থাকে, তিনি বলেন।

কারুপ্পাইয়ার স্ত্রী রবার চাষের কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন। রবার গাছের কাণ্ডে খাঁজ কাটার কাজ করেন তিনি, যেখান থেকে বেরিয়ে আসা রবার সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বর্ষার মরশুমে সে কাজ এখন বন্ধ।

বৃষ্টি হলেও ঘরে বসে থাকার উপায় আমার নেই। বৃষ্টির মধ্যেই আমাকে নারিকেল গাছে উঠে নারিকেল পাড়তে হয়। পরিবারের ভরনপোষণ তো করতে হবে, বলেন মি. কুমার, যিনি এই কাজের ঝুঁকি সম্পর্কে পুরো ওয়াাকিবহাল।

দক্ষিণাঞ্চলে পাশেই বেশ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি এলাকা পালেন্দা। সেখানে বাস করেন প্রায় দেড়শ'টি পরিবার। তাদের প্রায় সবাই কৃষক ও শ্রমজীবী।

স্থানীয় সরকারি স্কুলে দেখলাম প্রিন্সিপাল ও কয়েকজন শিক্ষক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের ওজন নিচ্ছেন এবং খাতায় তা নোট করছেন।

বেশিরভাগ বাচ্চাদের পরিবারই গত বছর দারিদ্রসীমার নিচে গিয়ে পৌঁছেছে। কাজেই আমরা এসব পরিবারের শিশুদের স্কুলের জন্য বরাদ্দ কিছু খাবার দিতে শুরু করেছি। আগে স্কুলের খাবারে সপ্তাহে দুটো করে ডিম দেয়ার রেওয়াজ ছিল, জানান স্কুলের প্রিন্সিপাল ওয়াজির জহির।

এখন খাদ্য পণ্যের দাম এত বেড়েছে যে সপ্তাহে আমরা একটা করে ডিম দিচ্ছি। কিছু প্রোটিন তো লাগবেই।

তিনি বলেন প্রায় অর্ধেক শিশুর ওজন বয়স আন্দাজে কম এবং তারা অপুষ্টির শিকার।

এক বছরের ওপর অর্থনৈতিক কঠিন অবস্থা চলার কারণে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। দেশটির দুই কোটি বিশ লক্ষ মানুষের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার কথা।

শ্রীলংকা প্রায় ৮৫ ওষুধ বাইরে থেকে আমদানি করে। কাজেই অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন শুরু হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ে ঘাটতি তৈরি হয়, তখন থেকে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধপত্রের ব্যাপক অভাব দেখা দিয়েছে।

শৈল শহর ক্যান্ডির শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক মোয়া ডি জয়সা পরিস্থিতির একজন প্রত্যক্ষ শিকার। তার ফুসফুসের ফাইব্রোসিসের চিকিৎসার জন্য ভারত থেকে ওষুধ আনতে তাকে রীতিমত বেগ পেতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত নয় মাস আগে তিনি মারা যান।

ওষুধ আনাতে অনবরত যে ধরনের বিলম্বের শিকার তাকে হতে হচ্ছিল তা নিয়ে রীতিমত হতাশ ছিলেন তিনি, কিন্তু তার বই লেখার কাজ তিনি থামাননি। তিনি জানতেন তার মৃত্যু আসন্ন কারণ ওষুধ ছাড়া এই রোগ থেকে সেরে ওঠা সহজ নয়, বলেন তার স্ত্রী মালিনী ডি জয়সা।

অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে তার শেষের মাসগুলো আমাদের জন্য কিছুটা চাপমুক্ত হতে পারত। আমরা বিশাল দেনা শোধ করতে গিয়ে পরে হিমশিম খেয়েছি।

কলম্বোর একটি মাত্র বিশেষায়িত ক্যান্সার হাসপাতালের ভেতরেও দুঃসহ পরিস্থিতির চিত্র পরিস্কার।

হাসপাতালের ভেতরের ক্লিনিকের বাইরে বসেছিলেন ৪৮ বছর বয়সী স্তন ক্যান্সারের রোগী রামানি অশোকা। তার দ্বিতীয় দফার কেমোথেরাপি শুরু হবার কথা আগামী সপ্তাহে। তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন তার স্বামী।

এই হাসপাতালে আসতে এমনিতেই প্রচুর খরচ হয়, যদিও এখন পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে বিনা মূল্যেই ওষুধ দেয়া হচ্ছিল। এখন কোন একটা ফার্মেসি থেকে আমাদের ওষুধ কিনতে হবে, কারণ কোন ওষুধের দোকানের স্টকে ওষুধ নেই, বললেন রামানি অশোকা।

শ্রীলংকার স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেহেলিয়া রাম্বুওয়েলা ইতোমধ্যেই মানুষজনকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে চড়া দাম এবং ঘাটতি থেকে অবিলম্বে পুরো পরিত্রাণের সম্ভাবনা নেই।

ভেবে দেখুন আমাদের যে স্বল্প পরিমাণ সঞ্চিত মুদ্রা আছে তা দিয়ে আমরা কী আমদানি করব সেই কঠিন সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হচ্ছে - খাদ্যদ্রব্য নাকি ওষুধ? অনাহারে থাকার সঙ্কট এড়াতে আমাদের তো খাবার আমদানি করতে হবে। তবে পায়ের তলায় এখন কিছুটা মাটি তৈরি হয়েছে এবং পরিস্থিতির ক্রমান্বয়ে উন্নতি হবে, তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষকে তাদের বেঁচে থাকার পথ এখন নিজেদেরই খুঁজে নিতে হচ্ছে। আগে কাঁঠালগুলো মাঠে পড়েই পচত বলছিলেন কারুপ্পাইয়া।

এক পাত্র সেদ্ধ করা কাঁঠাল আমাদের পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে সারাদিন খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট, তিনি বলেন।

তার প্রতিবেশিদের সাথে তিনি একটা অভিনব চুক্তি করেছেন কারণ তার জমিতে কোন কাঁঠাল গাছ নেই।

আমি প্রতিবেশিদের কাঁঠাল গাছে উঠে তাদের জন্য কাঁঠাল পেড়ে দিই তার জন্য কোন পয়সা নিই না তারা দিতে চাইলেও নিই না। আমি বরং বিনিময়ে তাদের গাছ থেকে একটা করে কাঁঠাল বাসায় নিয়ে যাই।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর তার আস্থা নেই কিন্তু আস্থা আছে প্রকৃতির ওপর।

কাঁঠাল আর নারকেল গাছগুলোই আমার কাছে বাপমায়ের মত, তিনি বললেন।

শরণার্থী ইস্যুতে নেদারল্যান্ডসে সরকার পতন

নেদারল্যান্ডস (ওয়েবডেস্ক)ঃ শরণার্থী বিষয়ক নীতি নিয়ে মতভেদের কারণে তার কোয়ালিশন সরকার ভেঙ্গে গেছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রাটা।

কোয়ালিশন সরকারের চারটি শরিক দল স্পর্শকাতর এই ইস্যুতে একমত হতে পারেনি।

দেড় বছর আগে এই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও অভিবাসন এবং শরণার্থী ইস্যুতে বেশ কিছুদিন ধরেই জোটের মধ্যে মতভেদ চলছে।

স্থানীয় মিডিয়ার খবরে বলা হচ্ছে নভেম্বর নতুন নির্বাচন হতে পারে।

মার্ক রাটার রক্ষণশীল ভিভিডি দল রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা কমাতে চাইছে। কিন্তু তার কোয়ালিশনের অন্তত দুটো শরিক দল তাতে সায় দিচ্ছে না। শুক্রবার মন্ত্রিসভার এক জরুরি সভায় কোনো ঐক্যমত্যে না হলে সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার ঘোষণা দেন ডাচ প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন শনিবার রাজা উইলেম আলেকজান্ডারের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। তবে নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মন্ত্রিসভা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

নেদারল্যান্ডসের ইসলাম এবং অভিবাসন বিরোধী রাজনীতিক গ্রিট উইলডারস্। তার দল পিভিবির মত কট্টর ডানপন্থী দলগুলোর উত্থানের কারণে অভিবাসন ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে। নেদারল্যান্ডসে গত বছর রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে অবেদনের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ বেড়ে ৪৭,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। এ বছর এই সংখ্যা ৭০ হাজারে পৌঁছবে বলে সরকার ধারণা করছে। এ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী রাটা প্রস্তাব করেন যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং যুদ্ধাক্রান্ত দেশগুলো থেকে আসা শরণার্থীদের পরিবারের সদস্যদের নেদারল্যান্ডসে আসার ওপর তিনি কোটা আরোপ করতে চান। তিনি প্রস্তাব দেন প্রতি মাসে দুশ'র বেশি স্বজনকে আসার অনুমতি দেওয়া হবে না। কিন্তু তার কোয়ালিশনের ছোটো শরিক দল ক্রিস্টিয়ান ইউনিয়ন এবং উদারপন্থী ডি৬৬ তার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

তার সরকারের পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার সময় মার্ক রাটা বলেন, এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য খুবই কঠিন। তিনি বলেন, শরিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমত্যে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মি. রাটা ২০১০ সাল থেকে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী। এর আগে এতদিন ধরে কেউই সেদেশে ক্ষমতায় ছিলেন না। গত বছর জানুয়ারিতে চতুর্থ বারের মত তার কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতা নেয়।

মুসলিম বিদ্বেষী রাজনীতিক গ্রিট উইলডারসের দল পিভিবির মত কট্টরপন্থী দলগুলোর উত্থানের কারণে অভিবাসন ইস্যুতে তার ওপর চাপ বাড়ছে। মার্চে ডাচ সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচনে জিতে বিস্ময় তৈরি করা দল ফার্মার্স সিটিজেন মুভমেন্ট (বিবিবি) বলেছে আগামীতে মি. রাটার নেতৃত্বে কোনো কোয়ালিশন সরকারে তারা যোগ দেবে না।

টুকরো খবর

'ভারতীয় ও চীনা সরবরাহকারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে বিদ্যুৎ খাত'

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের সরকারি একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ খাতে অপচুক্তি, ভুল নীতি এবং দুর্নীতির কারণে হাজার হাজার কোটি টাকার 'ডলারে' গচ্ছা চলে গেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে ভাড়া দেয়া বা ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়াকে 'লুটেরা মডেল' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তরের কারিগরি কারিগরি জ্ঞানহীন, অভিজ্ঞতাহীন একদল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপকদের কারণে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত অযোগ্য (মূলত ভারতীয় ও চীনা) সরবরাহকারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি দপ্তর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এটি তৈরি করেছেন, উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। সরকারি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ করা এবং বিভিন্ন খাত নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করে এই বিভাগটি। বিদ্যুৎ খাত নিয়ে তাদের গবেষণা প্রতিবেদনটি গত জুন মাসে জমা দেয়া হয়েছে। তবে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, এই প্রতিবেদনের সঙ্গে তিনি একমত নন এবং বিভিন্ন সমালোচকদের লেখার অংশ ভুলভাবে এর মধ্যে এসেছে। তারা সেটি সংশোধন করে আসল প্রতিবেদন তৈরি করছেন। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের দুর্নীতি এবং অনিয়ম নিয়ে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতা এবং

বেসরকারি গবেষণা সংস্থাগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে বক্তব্য দিয়েছে। জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাত শ্বেতহস্তীতে পরিণত হতে চলেছে বলে গতমাসেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি। মার্চ মাসে একটি সংবাদ সম্মেলনে সিপিডি বলেছিল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা ও প্রক্রিয়াগত দুর্বলতার কারণে ভর্তুকি বাড়ছে আর সেই বাড়তি ভর্তুকির দায় নিতে হচ্ছে জনগণকে। এই গবেষণার মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হলো বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমুহ কতটুকু দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং অধিকতর আউটপুট ও আউটকাম পেতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে তার সুপারিশ করা। সেখানে বলা হয়েছে, 'গত ১৪ বছরে ৯০ হাজার কোটি টাকা 'ডলারে' গচ্ছা গেছে ক্যাপাসিটি চার্জ হিসাবে। ভর্তুকির চক্র থেকে বিদ্যুৎখাতকে বের করার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দরকার। ক্যাপাসিটি চার্জ না থাকলে বিনিয়োগ আসবে না বিদ্যুৎখাতে, এই মিথ্যা থামাতে হবে।' বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো উৎপাদনে না থাকলেও ভাড়া হিসাবে সরকার যে টাকা দেয়, তাকে ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়া হয়। ডলারে সেই মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থাকে 'লুটেরা মডেল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ক্যাপাসিটি চার্জ লুটেরা মডেল। স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ওভারহোলিং চার্জ। ...মাসের পর মাস উৎপাদনে অক্ষম, অথচ ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া বাজেট ড্রেনিং অপচুক্তি।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতে যেসব চুক্তি এবং সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে, তা বাজেটকে শুষ্ক করে ফেলছে। 'ডলারে পেমেন্ট করা আইপিপি চুক্তি বিদ্যুৎখাতের অন্যতম প্রধানতম সংকটের জায়গা। সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি ব্যাংক ঋণের কোলেটার‍্যাল বলে, বেসরকারি ''বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ডলার নয় বরং টাকায় পেমেন্ট দিতে হবে। বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশীয়, তাদেরকে ফরেন কারেন্সি পেমেন্ট দেওয়া অযৌক্তিক।''

'ইউনিট প্রতি উচ্চমূল্য, ক্যাপাসিটি ও ওভারহোলিং চার্জ, স্বল্পমূল্যে জ্বালানি ও জমি, সহজ ব্যাংক ঋণ, শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা ইত্যাদি 'বাজেট ড্রেনিং' গ্যারান্টি বন্ধ না করলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ফান্ড সংকটের সমাধান নেই'' বলা হয়েছে ওই গবেষণা প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ঊর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের শতভাগ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ বছরে পিডিবি লোকসান গুনেছে ১ লাখ ৫ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমান ও আগামী দুই বছরেই পিডিবি লোকসান গুনবে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ১২ বছরে বিদ্যুৎখাতে সরকার যা লোকসান করেছে, আগামী দুই বছরে তারচেয়ে বেশি লোকসান গুনবে। বাংলাদেশের সরকার ২০১০ সালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি' নামে একটি আইন করে, যা জ্বালানি খাতের দায়মুক্তি আইন বলে পরিচিত। এই আইনের ফলে বিদ্যুৎখাতে লোকসান আরও বাড়ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। 'দায়মুক্তির আইনের ফলে বিদ্যুৎখাতের ইউনিট প্রতি ক্রয়মূল্য ও খরচের মডেল জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। অলস বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জসহ হিসাবে দেখা যায়, কিছু আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট প্রতি বাৎসরিক গড় মূল্য ১০০ টাকাও ছাড়িয়েছে। ডরারে পেমেন্ট বলে এতে পিডিবির লোকসান থামানো যাচ্ছে না। এই দুর্বিত্তায়ন থামানো জরুরি,'' বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। সরকারি এই প্রতিবেদন বলছে, ''কয়েক ডজন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি দক্ষতা ৩০ শতাংশের কম। এর ফলে তারা জ্বালানি বেশি পোড়ায় কিন্তু কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বড় সমস্যা ক্যাপটিভের কয়েক হাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সার্টিফিকেট ওরিজিন নকল করে মিথ্যা ঘোষণায় বিদেশ থেকে আনা মেয়াদোত্তীর্ণ ও চরম জ্বালানি অদক্ষ এসব প্ল্যান্ট বিদ্যুৎখাতের গলার ফাঁস।'

বিদ্যুৎখাতে দুর্নীতি বান্ধব ক্রয় প্রক্রিয়ায় সংস্কার দরকার জানিয়ে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'কারিগরি জ্ঞানহীন, অভিজ্ঞতাহীন একদল দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপক (মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, কেন্দ্রীয় ক্রয় কমিটি, সিপিটিইউ) ভুল ও অদূরদর্শী পিপিএপিপিআর নামক আইনি প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতকে অযোগ্য (মূলত চীনা ও ভারতীয়) সরবরাহকারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র বানিয়ে ফেলছে।' সবমিলিয়ে বিদ্যুৎখাত বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি। সমাধানে দরকার মেধাবী, দূরদর্শী, ভবিষ্যতমুখী স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সুপারিশ করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এই তিন ধরনের সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতার দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত কিন্তু সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়। প্রাথমিক জ্বালানি উৎস নিশ্চিত না করেই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ সেক্টরে বাংলাদেশের সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে বিদ্যুৎ সেক্টরে দক্ষ জনবলের ঘাটতি থাকলেও বিভিন্ন টার্নকি প্রকল্পে বিদেশি জনবলের সাথে কাজ করে বাংলাদেশেও বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি এই পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরে পাঠানো হয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
10:07:2023

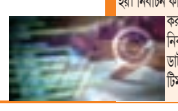

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্ভার থেকে তথ্য ফাঁস, বলছে নির্বাচন কমিশন

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রাথমিকভাবে সরকারি দুটি সার্ভার থেকে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য 'ফাঁস' হয়েছে বলে জানতে পেরেছে নির্বাচন কমিশন। এর আগে সরকারি ওয়েবসাইট থেকে কয়েক লাখ নাগরিকের নাম, ফোন নম্বর, ইমেইল ঠিকানা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত তথ্য 'ফাঁস' হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বিবিসিকে বলেছেন, প্রাথমিকভাবে দুইটা ওয়েবসাইটকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখান থেকে তথ্য ফাঁস হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্ভার। তবে, নির্বাচন কমিশনসহ সরকারের একাধিক সংস্থা দাবি করেছে, এ ঘটনা হ্যাকিং নয়, এবং নির্বাচন কমিশনের ডাটাসেস সুরক্ষিত রয়েছে। এদিকে, সরকারের সাইবার ইস্যু দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম - বিজিডিইগভ সিআইআরটিসাট শনিবার আটই জুলাই সিচুয়েশনাল অ্যালার্ট জারি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটে সহিংসতায় নিহত ১১, পাল্টাপাল্টি দোষারোপ

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণের দিন শনিবার ব্যাপক সহিংসতার ছবি উঠে এসেছে। সরকারি সূত্রগুলি উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে শনিবার নির্বাচনী সহিংসতায় মারা গেছেন অন্ততঃ ১১ জন, যদিও নির্বাচন কমিশনের হিসাবে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ।

এই সহিংসতার অনেকগুলিতেই ক্ষমতাসীন তৃণমূলকে যেভাবে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে , তা দেখে বিশ্লেষকরা মনে করছেন দলটি সম্ভবত কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে এই ভোটে।

সবথেকে বেশি সহিংসতার ঘটনা সামনে এসেছে কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পূর্ব বর্ধমান থেকে। এছাড়াও নদীয়া, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও সহিংসতা হয়েছে।

রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে নিহতদের বেশিরভাগই তাদের দলের কর্মী। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি, কংগ্রেস আর সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকদের নামও শনিবারের সহিংসতায় নিহতের তালিকায় উঠে এসেছে।

এদিন সকাল থেকেই রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা, বোমাবাজি, বুথ দখল হয়ে যাওয়া বা ছাপ্পা ভোট দেওয়ার খবর আসতে থাকে। কিন্তু এবারের ভোটে একেবারেই নতুন ঘটনা দেখা গেছে নানা জায়গায়, যেখানে আস্ত ব্যালট বাক্স উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া বা পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নানা জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলীয় কর্মীদের জোটবদ্ধ প্রতিরোধএর মুখে পড়ে মারও খেয়েছে।

ভোটগ্রহণের দিন সবথেকে বেশি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। প্রশাসনের সূত্রগুলি জানিয়েছে শুক্রবার রাত থেকে শনিবার ভোটের দিন দুপুর পর্যন্ত সেখানে পাঁচ জন খুন হয়েছেন। এদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসেরই তিনজন, এক কংগ্রেস কর্মী এবং এক সিপিআইএম কর্মী বলে স্থানীয় সূত্রগুলি জানাচ্ছে। ডোমকল, রানিনগর প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজিও হয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি ভিডিওতে দেখাচ্ছে যে রানিনগর এলাকায় হাতে কাটারি আর বোমা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, সংবাদমাধ্যমকে দেখেই তিনি উল্টোদিকে ঘুরে যান। ব্যাগ থেকে একটা বোমা বার করে তাকে ছুঁড়তেও দেখা যায়। বিকেলের দিকে ডোমকল থেকে আবারও গুলি চলার খবর পাওয়া গেছে।

সহিংসতার নিরিখে এরপরেই উঠে এসেছে কোচবিহার জেলার নাম। সেখানকার প্রশাসন স্থানীয় সাংবাদিকদের সকালেই জানায় যে বিজেপির এক বুথ এজেন্ট এবং এক তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন, বোমার আঘাতে আহত হন এক সিপিআইএম প্রার্থী।

আবার কোচবিহারের দিনহাটা জেলায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে দলীয় কর্মীরা বুথের বাইরে ব্যালট বাক্স নিয়ে এসে তা ভেঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেন।

সেই ভিডিও বিবিসির কাছে এসেছে। এক বিজেপি কর্মীকে বলতে শোনা গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এই বুথে ছাপ্পা ভোট দিয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা ব্যালট বাক্সগুলিকেই ধ্বংস করে দিচ্ছি।

ব্যালট বাক্স বুথ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া আর তা পুকুরের জলে অথবা নর্দমায় ফেলে দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে কলকাতা লাগোয়া জ্যাংড়া, হাওড়ার অঙ্কুরহাটি, বীরভূমের খয়রাশোল সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে।

এ জিনিষ আমার কাছে একেবারেই নতুন, বলছিলেন ১৯৯৩ সাল থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করে আসা বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও বিশ্লেষক অমল সরকার।

দ্য ওয়াল পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মি. সরকারের কথায়, অনেক ধরনের নির্বাচনী সহিংসতা বা ভোট কারচুপি দেখেছি, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল ছাপ্পা ভোট দিয়েছে এই অভিযোগে বিরোধীরা ভোট বাক্স নষ্ট করে দিচ্ছে, বা বাক্সের ভেতরে জল ঢেলে ব্যালট নষ্ট করে দিচ্ছে, তা আগে কখনও দেখি নি। আর টিভিতে যা সব ছবি দেখাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট যে যারা এগুলো করছে, তারা নিজেদের মুখ লুকোতেও আগ্রহী নয়। প্রকাশ্যেই করছে এটা।

সহিংসতা নিয়ে কী বলছেন নির্বাচন কমিশনার?

পঞ্চায়েত ভোট পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। বর্তমানে যিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, রাজ্যের সেই প্রাক্তন মুখ্য সচিব কাজে যোগ দেওয়ার পরের দিনই এক দফায় পঞ্চায়েত নির্বাচন করার ঘোষণা করে দেন।

ভোট ঘোষণার পর থেকেই তার কাজকর্ম নিয়ে বিরোধীরা, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, এমনকি কলকাতা হাইকোর্টও বারবার প্রশ্ন তুলেছে।

মি. সিনহা শনিবার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ''কোথাও ভোটদান আটকে গেছে, কোথাও দুষ্কৃতীরা ব্যালট বাক্স নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই ধরনের অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে পেরেছি।''

তার কথায়, ''আইনশৃঙ্খলা রাজ্য পুলিশের বিষয়। আমাদের কাছে খবর এলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে বলি। পুলিশ নিজের তাগিদে এফআইআর করবে। দরকারে গ্রেফতার করবে। তদন্ত করবে।''

''আমাদের কাজ ব্যবস্থাপনা। কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না, কে কাকে গুলি করে মেরে দেবে। কিন্তু ব্যবস্থার দিক থেকে বলতে পারি, আমরা সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে ভোটারেরা ভোট দিতে পারেন, জানিয়েছেন মি. সিনহা।

তবে সত্যিই কি সব ব্যবস্থা করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন?

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই ভোটের নিরাপত্তার জন্য প্রায় ৮০ হাজার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী আনার কথা ছিল নির্বাচন কমিশনের।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীগুলির সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয় করছে বিএসএফ। তারা জানাচ্ছে ৫৯ হাজার কেন্দ্রীয় এবং অন্য রাজ্য থেকে আসা বাহিনীর সদস্যদের শুধুমাত্র স্পর্শকাতর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে, বাকি বাহিনীকে অন্যান্য ভোট কেন্দ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঠানো হয়েছে। সেই বাহিনীর একটা বড় অংশ শুক্রবার রাতে এমনকি শনিবার ভোট শুরু হওয়ার সময়েও রাজ্যে এসে পৌছয় নি। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা নিয়েও বিরোধী দলগুলি কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে শনিবার। বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, পুরো রাজ্যে যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, সেটা মমতা ব্যানার্জী এবং রাজীব সিনহা খুব চালাকির সঙ্গে করেছেন। আমার এলাকার ৫০ শতাংশ বুথে তো কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢোকেই নি, এমনকি রাজ্য পুলিশও ছিল না অনেক জায়গায়। আদালত বারবার বলে দিয়েছিল সিভিক পুলিশ দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানো যাবে না, অথচ সেটাই হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস বলছে পুরো রাজ্যে শান্তিতে ভোট হলেও ছয়সাতটি জেলা টার্গেট করে তাদের দলের কর্মীদের ওপরে হামলা চালিয়েছে বিরোধীরা।

দলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, রাজ্যে ৬০ হাজারের বেশি বুথ একেবারে ঘটনাবিহীন। কয়েকটা বুথে তৃণমূল কংগ্রেসকে টার্গেট করে কংগ্রেস, সিপিআইএম, আর বিজেপি হামলা করেছে।

তার দাবী, ছয়জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী শনিবার মারা গেছেন।

তিনি আরও বলেন, এই ভোটে বিরোধীরা যে হারতে চলেছে, তার গাওনা গাওয়ার জন্য এই মৃত্যুগুলো দরকার ছিল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অমল সরকারের কথায়, এটা ঠিক যে এবার বিরোধী দলগুলো অনেক জায়গাতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। কিছুটা জোর যার মুলুক তারএর মতো ব্যাপার হয়েছে। যেখানে সাংগঠনিকভাবে বিজেপি শক্তিশালী সেখানে তারা তৃণমূলকে চাপে ফেলেছে, এমনকি কংগ্রেস বা সিপিআইএমও তাদের শক্তি দেখিয়েছে কয়েকটা জায়গায়।

তিনি বলছিলেন, পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস যে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে, এরকম অনেকেই ভাবছিলেন, শনিবারের ভোটে সেই ছবি কিছুটা তো দেখা গেলই।

আগামী বছর লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসকে আদে। কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে কী না, সেটা স্পষ্ট হবে পঞ্চায়েতের ভোট গণনার দিন, ১১ই জুলাই।

ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাস্টার বোমা পাঠানো নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা সরবরাহের বিষয়ে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি মিত্র দেশ অস্বস্তি প্রকাশ করেছে।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত করেছে যে তারা ইউক্রেনে ওই বিতর্কিত অস্ত্র পাঠাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একে 'খুব কঠিন সিদ্ধান্ত' বলে অভিহিত করেছেন। তবে প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং স্পেন বলেছে যে তারা এ অস্ত্র ব্যবহারের বিরোধী। একশোটিরও বেশি দেশ ক্লাস্টার বোমা নিষিদ্ধ করেছে, কারণ তা বেসামরিক মানুষের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনে। ক্লাস্টার বোমা বলতে সাধারণত অনেকগুলো ছোট ছোট বোমাকে বোঝায়, যা লক্ষ্যবস্তুতে একসাথে নিক্ষেপ করা হয়। এতে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নির্বিচারে হত্যা করা যায়।

এই যুদ্ধাস্ত্রের ব্যর্থতা অর্থাৎ বোমা অবিস্ফোরিত থাকার হার নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কারণ অবিস্ফোরিত বোমাগুলো বছরের পর বছর মাটিতে পড়ে থাকতে পারে এবং যখন তখন তার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভান সাংবাদিকদের বলেছেন যে ইউক্রেনে পাঠানো আমেরিকান ক্লাস্টার বোমাগুলো, ইতিমধ্যে সংঘাতে রাশিয়া যেগুলি ব্যবহার করছে তার চেয়ে অনেক কম বার ব্যর্থ হয়েছে।

তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি 'একটি সময়োপযোগী, বিস্তৃত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়' সামরিক সহায়তা প্যাকেজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মি. বাইডেন শুক্রবার সিএনএনকে বলেছেন যে, তিনি এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে মিত্রদের সাথে কথা বলেছেন। এই ক্লাস্টার বোমাগুলো মূলত ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সামরিক সহায়তা প্যাকেজের অংশ ছিল।

প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে 'এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে নিশ্চিত হতে কিছুটা সময় লেগেছে', কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত এই বোমা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারণ ইউক্রেনীয়দের গোলাবারুদ ফুরিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, এ সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে যে ক্লাস্টার বিস্ফোরক সংঘাত শেষ হওয়ার অনেক পরেও বেসামরিক মানুষের জীবনের জন্য বড় ধরণের হুমকির কারণ হয়ে থাকে। শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের কিছু পশ্চিমা মিত্র মি. বাইডেনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেছে। মার্কিন সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন যে, ক্লাস্টার যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী ১২৩টি দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য একটি, যারা যা এ জাতীয় অস্ত্র উৎপাদন বা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে এবং অস্ত্রটি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেছে। স্পেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্গারিটা রবলেস আরও এক ধাপ এগিয়ে সাংবাদিকদের বলেন যে তার দেশের 'দৃঢ় অবস্থান' ছিল যে এ ধরণের অস্ত্র এবং বোমা ইউক্রেনে পাঠানো যাবে না। ক্লাস্টার বোমাকে না এবং ইউক্রেনের বৈধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে হ্যাঁ, যা ক্লাস্টার বোমা দিয়ে নিশ্চিত করা উচিত নয়, বলে তিনি তার দেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

এদিকে, কানাডার সরকার বলেছে যে, তারা শিশুদের উপর এই বোমার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন - বিশেষ করে যেসব বোমা কখনও কখনও বহু বছর ধরে অবিস্ফোরিত থাকে।

কানাডা আরও বলেছে যে তারা ক্লাস্টার বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিল এবং দেশটি ক্লাস্টার যুদ্ধাস্ত্রের কনভেনশনের শর্তগুলো পুরোপুরি মেনে চলে। আমরা কনভেনশনের দেয়া শর্তগুলোকে গুরুত্ব সহকারে মেনে চলি এবং সবাই যেন তাই করে সেজন্য উৎসাহিত করি, এক বিবৃতিতে দেশটি জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন এবং রাশিয়া ওই চুক্তিতে কোন স্বাক্ষর করেনি, এবং মস্কো এবং কিয়েভ উভয়ই যুদ্ধের সময় ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করেছে।

এদিকে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী আরেক ইউরোপিয় দেশ জার্মানি বলেছে যে তারা ইউক্রেনকে এই ধরনের অস্ত্র সরবরাহ করবে না, তবে তারা আমেরিকার অবস্থান বুঝতে পেরেছে।

জার্মান সরকারের মুখপাত্র স্টেফেন হেবস্ট্রেইট বার্লিনে সাংবাদিকদের বলেছেন, আমরা নিশ্চিত যে আমাদের মার্কিন বন্ধুরা এ ধরনের গোলাবারুদ সরবরাহের সিদ্ধান্তকে হালকাভাবে নেয়নি।

তবে, ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে ক্লাস্টার বোমাগুলো শুধুমাত্র শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হবে, শহরাঞ্চলে নয়।

মি. বাইডেনের পদক্ষেপ একটি মার্কিন আইন লঙ্ঘন করছে - যেখানে কোন অস্ত্রের ব্যর্থতার হার এক শতাংশের বেশি হলে সেটি উৎপাদন, ব্যবহার বা স্থানান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ক্লাস্টার বোমার ব্যর্থতার হার এক শতাংশের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মি. সালিভান, সাংবাদিকদের বলেছেন যে মার্কিন ক্লাস্টার বোমার ব্যর্থতার হার আড়াই শতাংশের কম, যেখানে রাশিয়ার ক্লাস্টার বোমার ব্যর্থতার হার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ।

ইউএস ক্লাস্টার মিউনিশন কোয়ালিশন, যা অস্ত্র নির্মূল করা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের প্রচারণার অংশ, তারা বলছে যে এই সিদ্ধান্ত আজ এবং আগামী কয়েক দশকের জন্য বড় ধরণের দুর্ভোগ বয়ে আনবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার দফতরও এর সমালোচনা করেছে, সেখানকার এক প্রতিনিধি বলেছেন যে এই ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং কোন জায়গায় তা ব্যবহার করা উচিত না।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র এই পদক্ষেপকে 'বেপরোয়া পদক্ষেপ' এবং ইউক্রেন 'পাল্টা আক্রমণ' বলে যে প্রচারণা চালিয়েছে সেই ব্যর্থতার ঢাকতে 'পুরুষত্বহীনতার প্রমাণ' বলে বর্ণনা করেছেন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভাও বলেছেন যে, ইউক্রেনের আশ্বাস তারা এই ক্লাস্টার বিস্ফোরক দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করবে। কিন্তু তাদের এমন বক্তব্য মূল্যহীন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এর আগে ইউক্রেনে প্রক্সি যুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের অভিযুক্ত করেছিলেন।

গত মাসে শুরু হওয়া ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ পূর্ব দোনেৎস্ক এবং দক্ষিণপূর্ব জাপোরিশা অঞ্চলে এখনও চলছে। গত সপ্তাহে, ইউক্রেনের সামরিক কমান্ডার-ইন-চিফ ভ্যালেরি জালুঝনি বলেছেন যে, পর্যাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবের কারণে অভিযানটি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি পশ্চিমাদের প্রতিশ্রুত অস্ত্রের ধীরগতিতে হতাশা প্রকাশ করেন।

আমেরিকার নেটো মিত্ররা একের পর এক ইউক্রেনকে বিতর্কিত ক্লাস্টার বোমা সরবরাহের সিদ্ধান্ত থেকে নিজেদের দূরে রাখার বিষয়ে একমত হয়েছে। ব্রিটেন, কানাডা, স্পেন এ ধরণের অস্ত্র পাঠানোর সমালোচনা করেছে। এমনকি রাশিয়াও এর নিন্দা করেছে, যদিও দেশটি নিজেরাই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করেছে।

ফুকুশিমার জল নিষ্কাশনের উদ্বেগ দূর করতে দক্ষিণ কোরিয়া সফরে আইএইএ প্রধান

টোকিও (এজেন্সী) ঃ জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানের প্রধান শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরমাণু নিরাপত্তা বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা। জাপানের সুনামিবিধ্বস্ত ফুকুশিমা প্ল্যান্ট থেকে শোধিত তেজস্ক্রিয় জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা থেকে যে শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে, সেই শঙ্কা দূর করতে এই বৈঠক।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির (আইএইএ) ডিরেক্টর জেনারেল রাফায়েল গ্রসি জাপান সফর শেষ করে, শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছেছেন। এই সফরকালে, ফুকুশিমা

পরমাণু কেন্দ্রের বর্জ্যজল সমুদ্রে নিষ্কাশন করার পরিকল্পনাকে অনুমোদন দিয়েছে পর্যবেক্ষক সংস্থা।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তার আগমনের সময় সোওল জিমপো বিমানবন্দরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

গ্রসি সংবাদ সংস্থা ইয়োনহাপকে শনিবার বলেছেন, আইএইএর ফুকুশিমা রিপোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিশেষজ্ঞ, এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেননি। এসময়, একদিন আগে রয়টার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তার মন্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করেন তিনি।

তার আগে, শুক্রবার জাপানে এক সংবাদ সম্মেলনে গ্রসি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী দলের সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। বিরোধী দলটি এই নিষ্কাশন পরিকল্পনার কঠোর সমালোচক।

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার শুক্রবার জানিয়েছে, তারা আইএইই'র রিপোর্টকে সম্মান করে। তাদের নিজেদের বিশ্লেষণেও উঠে এসেছে যে, এই নিষ্কাশন তাদের জলের ওপর কোনো গুরুতর প্রভাব ফেলবে না।